الصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ

সাওম আমারই জন্য, আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেব...

ফিকহুস সিয়াম
সিয়ামের বিধান ও মাসায়েল

সংকলন

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

Open Islamic Education Programme
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রম

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

সাওম আমারই জন্য, আর আমি নিজে এর প্রতিদান দেব...

ফিকহুস সিয়াম: সিয়ামের বিধান ও মাসায়েল

সংকলন:
মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

প্রথম সংস্করণ: জুলাই, ২০১০

www.bjilibrary.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	৫
উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১১
কোর্স পরিচিতি	১৩
অধ্যায় - ১ : সিয়াম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক মাসায়েল	১৫
১.১ সিয়ামের সংজ্ঞা	১৫
১.২ ইসলামে সিয়ামের মর্যাদা ও বিধান	১৫
১.৩ সিয়ামের ফযীলত	১৬
১.৪ সিয়ামের পূর্ণ সওয়াব অর্জনের জন্য যা জরুরী	১৭
১.৫ সাওমের নিয়ত	১৯
১.৬ ওয়াজিব সাওমের নিয়ত	২০
১.৭ নফল সাওমের নিয়ত	২১
১.৮ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় নির্ণয় সংক্রান্ত মাসায়েল	২৩
১.৮.১ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া	২৩
১.৮.২. কোন অঞ্চলে দিন কিংবা রাত্রি খুব দীর্ঘ হলে করণীয়:	২৫
১.৮.৩ প্লেনে ভ্রমণকারীর করণীয়	২৬
১.৯ ইফতারের সুন্নাহ	২৮
১.১০ সেহরীর সুন্নাহ	৩০
১.১১ সাওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ	৩৩
১.১২ রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়	৩৫
১.১৩ যার পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়	৩৭
১.১৪ চাঁদ দেখা কি বিশ্বের সকলের জন্য একই না ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলভেদে ভিন্ন?	৩৮

www.bjilibrary.com

১.১৪.১ এ সম্পর্কে সৌদি বিশিষ্ট আলেমগণের কমিটির সিদ্ধান্তের সারমর্ম	৩৯
১.১৪.২ এ সংম্পর্কে রাবেতার ইসলামী ফিকহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সারমর্ম	৪১
অধ্যায় ২: যাদের জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে	৪৪
২.১ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির	৪৪
২.১.১ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান	৪৫
২.১.২ মুসাফিরের অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান	৪৬
২.২ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী	৫০
২.৩ গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রী	৫১
২.৪ বার্ধক্য কিংবা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে অক্ষম ব্যক্তি	৫১
২.৫ ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা	৫৩
২.৬ কাযা আদায়ের সময়	৫৫
অধ্যায় ৩: সাওম ভঙ্গকারী বিষয়	৫৭
৩.১ পানাহার	৫৭
৩.২. বমি	৬০
৩.৩ দৈহিক সম্পর্ক	৬১
৩.৪ বীর্যপাত	৬৫
৩.৫ রক্তপাত বা রক্ত-নির্গমন	৬৭
৩.৬ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গের শর্ত	৭০
অধ্যায় ৪: নফল সিয়াম	৭৫
৪.১ নবী দাউদের (আ.) সিয়াম	৭৫
৪.২ মুহাররাম মাসের সাওম	৭৭
৪.৩ যুলহিজ্জার প্রথম দশক	৭৮
৪.৪ শাওয়ালের ৬টি সাওম	৭৮
৪.৫ আরাফার দিনের সাওম	৭৯
৪.৬ আশূরার সাওম	৭৯
৪.৭ সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম	৮০

www.bjilibrary.com

৪.৮ সোমবারের সাওম	৮১
৪.৯ প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন:	৮১
৪.১০: নফল সাওম ভঙ্গ করা	৮১
৪.১১ যে সকল দিবসে সাওম পালন নিষিদ্ধ	৮২
৪.১১.১ দুই ঈদ	৮২
৪.১১.২ আইয়ামে তাশরীক	৮৩
৪.১১.৩ জুমুয়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা	৮৪
৪.১১.৪ শনিবারকে সাওমের জন্য এককভাবে বাছাই করা	৮৫
৪.১২ শাবানের নফল সাওম	৮৬
অধ্যায় ৫: রামাদানের শেষ দশক ও এর আমলসমূহ	৯০
৫.১ রামাদানের শেষ দশরাত্রি	৯০
৫.২ লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য	৯১
৫.২.১ লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি?	৯৩
৫.২.২ লাইলাতুল কদরের দুআ	৯৭
৫.২.৩ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ	৯৭
৫.৩ রামাদানে কিয়ামুল লাইল	৯৮
৫.৩.১ তারাবীর সালাতে রাকাত সংখ্যা কত?	১০১
৫.৩.২ বিশ রাকাত তারাবীর সালাতের ভিত্তি কি?	১০২
৫.৪ ইতিকাফ	১০৪
৫.৪.১ ইতিকাফের বিধান	১০৫
৫.৪.২ ইতিকাফের স্থান	১০৬
৫.৪.৩ ইতিকাফকারীর করণীয়	১০৬
৫.৪.৪ শেষ দশকের ইতিকাফ শুরুর সময়	১০৮
৫.৪.৫ নারীর ইতিকাফ	১০৮
৫.৫ যাকাতুল ফিতর	১০৯
পরিশিষ্ট - ১: আত্মস্থকরণের জন্য নির্বাচিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তালিকা	১১৩

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারা একজন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের সুসংসবাদ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"[১]

দ্বীনের এই জ্ঞানের উৎস হল আল-কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাতের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে সঠিকভাবে জানতে পারেন, আল্লাহ পাকের নির্ধারণ করা হালাল ও হারামের সীমারেখা চিনতে পারেন, আর তাই তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"[২]

আর জ্ঞানই আল্লাহ পাকের নিকট মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়, আল্লাহ পাক বলেন:

[১] বুখারী(৩১১৬), মুসলিম(১০৩৭)।
[২] সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ২৮।

www.bjilibrary.com

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"...তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।"[৩]

আখিরাতের অনন্ত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যারা প্রতিযোগিতা করতে চায়, তাদের উচিৎ শরীয়তের জ্ঞানচর্চার এই উন্মুক্ত ময়দানে আত্মনিয়োগ করা। শরীয়তের জ্ঞানের দ্বিমুখী কল্যাণ রয়েছে:

প্রথমত, একজন দ্বীন-শিক্ষার্থী দ্বীন পালন করে থাকেন অন্তর্দৃষ্টি, উপলব্ধি ও দলীলের ভিত্তিতে, ফলে তার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা অর্জিত হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ

"সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ..."[৪]

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজে যেমন আলোকিত, তেমনি তিনি অপরকেও আলোকিত করেন। এজন্য জ্ঞানান্বেষী শুধু নিজের আমলের সওয়াব নয়, বরং অন্যদের আমলের সওয়াবও নিজের "হিসাবে" জমা করতে থাকেন। তিনি যাদেরকে দ্বীনশিক্ষা দেন, তাদের আমলের সওয়াবও তাঁর আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৩] সূরা আল মুজাদিলা, ৫৮ : ১১।

[৪] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে হেদায়েতের প্রতি আহবান জানালো, তার জন্য যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করবে না..."[৫]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

"যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব"[৬]

এমনকি মৃত্যুর পর কেউ আমল করতে না পারলেও জ্ঞানী ব্যক্তির সওয়াবের খাতা বন্ধ থাকে না, তিনি তাঁর জ্ঞানের যে প্রভাব পৃথিবীর বুকে রেখে যান, তা থেকে মানুষ উপকৃত হওয়ার ফলে মৃত্যুর পরও তাঁর সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[৭]

---

[৫] মুসলিম(২৬৭৪)।
[৬] মুসলিম(১৮৯৩)।
[৭] মুসলিম(১৬৩১)।

www.bjilibrary.com

তাই জ্ঞানের পথ-চলার মাঝে রয়েছে শুধুই কল্যাণ, নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُـرُقِ الْجَنَّـةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَـهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَـائِرِ الْكَوَاكِـبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُـوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

"যে জ্ঞানের অন্বেষণে কোন পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথগুলোর একটি পথে পরিচালিত করেন, আর ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাঁদের ডানাগুলো অবনমিত করে দেন, এবং আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে আসমানসমূহে অবস্থানকারীরা, যমীনে অবস্থানকারীরা ও পানির অভ্যন্তরস্থিত মাছেরা আর [সাধারণ] ইবাদতকারীর তুলনায় আলেমের মর্যাদা সকল তারার তুলনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়, এবং নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, আর নবীগণ দীনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার দিয়ে যাননি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন, অতএব যে তা গ্রহণ করল, সে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হল।"[৮]

অপর হাদীসে বর্ণিত:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا
وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

---

[৮] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশবাসী, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে, এমনকি মাছও মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর ওপর সালাত[৯] পেশ করে।"[১০]

এজন্য বলা যায়, দ্বীনের জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির রয়েছে বহুবিধ মর্যাদা:

- ❖ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করেন।
- ❖ জ্ঞানীগণ নবীদের উত্তরাধিকারী।
- ❖ যে জ্ঞানার্জনের জন্য পথ চলে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেয়া হয়।
- ❖ জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি এবং যে মানুষকে উত্তম শিক্ষা দেয় তার জন্য সৃষ্টি, এমনকি গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে ।
- ❖ মানুষকে উপকারী জ্ঞানদানকারীর ওপর স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং অন্যান্য সৃষ্টি সালাত পেশ করে।
- ❖ জ্ঞানী ব্যক্তির রেখে যাওয়া জ্ঞান তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁকে উপকৃত করে।
- ❖ জ্ঞানী ব্যক্তি যাদেরকে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তিতে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, তাদের কর্মের সওয়াব তিনি লাভ করেন।

একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জ্ঞানের এই ফযীলত জানার পর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না কিছুতেই, অবিলম্বে সে পা রাখবে জ্ঞানের ময়দানে, কেননা সে জানে না যে তার ভবিষ্যতে কি আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৯] আল্লাহ পাক কর্তৃক কারও ওপর সালাত পেশ করা অর্থ ঊর্দ্ধজগতের বাসিন্দাদের নিকট তার প্রশংসা করা। আর সৃষ্টি কর্তৃক কারও ওপর সালাত পাঠ করা অর্থ: আল্লাহ পাক যেন তার প্রশংসা করেন, তার দুআ করা।

[১০] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك

وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك

"পাঁচটির পূর্বে পাঁচটিকে কাজে লাগাও: তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, তোমার বার্ধ্যক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে"[১১]

তাই যে সঞ্চয় করতে চায়, সে সঞ্চয় করুক দ্বীনের "জ্ঞান"।

যে প্রতিযোগিতা করতে চায়, সে করুক "জ্ঞানের প্রতিযোগিতা"।

যে মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাতে চায়, সে মানুষকে আহ্বান করুক "জ্ঞানের" দিকে।

যে জীবনে কোন মহান ব্রত নিয়ে পথ চলতে চায়, সে শক্ত হাতে ধরুক "জ্ঞানের" পতাকা।

যে জীবনকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে বিলিয়ে দিতে চায়, সে তার সবকিছু বিলিয়ে দিক দ্বীনের "জ্ঞান" অর্জন এবং এর প্রচার, প্রসার ও শিক্ষাদানের কাজে।

যে পৃথিবীর জীবনে প্রশান্তি পেতে চায়, সে প্রশান্তি খুঁজে নিক "জ্ঞান"চর্চায়।

যে জান্নাতে যেতে চায় সে চলুক জ্ঞানের রাজপথে...

---

[১১] হাকিম। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

উন্মুক্ত ইসলাম শিক্ষা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইতিপূর্বে জ্ঞানের যে মর্যাদা ও উপকারিতার কথা আলোচনা হল, সেই জ্ঞানের আলো সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যই এই কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আওতায় শরীয়তের বিভিন্ন শাখার প্রয়োজনীয় জ্ঞান সুন্দরভাবে সাজানো কোর্স আকারে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া এর একটি অন্যতম লক্ষ্য। এই কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা, যেন একজন মুসলিম নিজে শরীয়তের জ্ঞানে আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকে সফলভাবে দ্বীনের জ্ঞান দান করতে সক্ষম হয়, যেন সে নিজে আমল করার পাশাপাশি অন্যকে শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তার সওয়াবকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে নিতে পারে।

সংক্ষেপে এই কার্যক্রমের বিশেষত্ব:

- মাতৃভাষায় কোর্সভিত্তিক ইসলাম শিক্ষা, যা ইসলামী জ্ঞানকে সুন্দরভাবে আত্তীকরণের সহায়ক।
- কোর্সের সাথে গবেষণাভিত্তিক অ্যাসাইনমেন্ট, যা শিক্ষার্থীর মেধা চর্চার সুযোগ করে দেবে।
- প্রতিটি কোর্সের সাথেই প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াত ও হাদীস আত্মস্থকরণ, যা জ্ঞানকে দৃঢ় করবে।
- কোর্সের সাথে রয়েছে অডিও, ভিডিও ও নোট যা এই জ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করবে।
- অনুবাদ হয়নি এমন আরবী উৎস থেকে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ।
- দূরশিক্ষণের ব্যবস্থা, যা শিক্ষার্থীকে ঘরে বসে লেখাপড়া করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ করে দেবে।
- কোর্স শেষে প্রখ্যাত আলেম কর্তৃক স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট।
- প্রতি কোর্সে ভাল ফলাফলকারীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার।

www.bjilibrary.com

কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে রয়েছেন:

প্রোগ্রাম ডিরেক্টর:

ড. মোহাম্মদ মনজুর-ই-ইলাহী

পি.এইচ.ডি, এম. এ, ইসলামী শরীয়া

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা।

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

কোর্স কো-অর্ডিনেটর:

মুহাম্মাদ নাসীল শাহরুখ

যোগাযোগ:

বাড়ী-৫২/এ, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, (মীনা বাজারের পিছনে)।

ফোন: ০১৭৩৩৫৫৯১৩৫।

ইমেইল: oiepbd@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.oiep.org

www.bjilibrary.com

কোর্স পরিচিতি

ফিকহ ০০৬ : ফিকহুস সিয়াম(فِقْهُ الصِّيَام) - সিয়ামের বিধান

এই কোর্সটি ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের একটি: "সিয়ামকে" কেন্দ্র করে। সিয়াম সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল কুরআন ও সুন্নাতের দলীল এবং নির্ভরযোগ্য আলেমগণের গবেষণার আলোকে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। এই কোর্স করার পর একজন শিক্ষার্থী সিয়াম সংক্রান্ত অধিকাংশ জিজ্ঞাসার জবাব সম্পর্কে অবহিত হবেন বলে আশা করা যায়। কোর্সের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মাসলা-মাসায়েলের তালিকা-পাঠ নয়, বরং সুনির্দিষ্ট দলীল ও সাধারণ মূলনীতিসমূহের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে পদ্ধতিগতভাবে জ্ঞানার্জন এর লক্ষ্য ।

সূত্র: এই কোর্সে অনুসৃত নোট তৈরী করা হয়েছে প্রখ্যাত এবং নির্ভরযোগ্য আলেমগণের গবেষণা, লেখনী, আলোচনার ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি স্থানে কুরআন ও হাদীসের রেফারেন্স উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে আলেমগণের ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সর্বত্র আলাদা করে রেফরেন্স উল্লেখ না করে এখানে আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ বা উৎসগুলোর তালিকা উল্লেখ করব।

www.bjilibrary.com

এই কোর্সে অনুসৃত নোট তৈরীতে ব্যবহৃত সুত্র:

১. শারহ উমদাতিল ফিকহ - ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল আযিয আল জিবরীন।

২. তাওদীহুল আহকাম মিন বুলুগিল মারাম - শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দির রহমান আল বাসসাম।

৩. আশ শারহুল মুমতি আলা যাদিল মুসতাকনি - শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মিন(র.)।

৪. ফাতাওয়া আল-লাজনা আদ-দাইমা।

৫. মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শায়খ ইবনি বায(র.)।

৬. মাজমূ ফাতাওয়া আশ-শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মিন(র.)।

৭. কারারাত আল-মাজমা আল-ফিকহ আল ইসলামী (রাবেতা)।

৮. সাবউনা সুআলান ফি আস-সিয়াম - শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসায়মিন(র.)।

৯. শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদের তত্বাবধানে পরিচালিত প্রশ্নোত্তরের ওয়েব সাইট: www.islamqa.com

১০. ইসলাম একাডেমী কর্তৃক পরিচালিত কোর্সের উপকরণ: www.islamacademy.net

মুল্যায়ন পদ্ধতি

ক্লাস শেষে সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা:	২০ নম্বর
গবেষণাধর্মী অ্যাসাইনমেন্ট:	২০ নম্বর
নির্বাচিত কুরআন-হাদীস আত্মস্থকরণ:	২০ নম্বর
মৌখিক চূড়ান্ত পরীক্ষা:	১০ নম্বর
লিখিত চূড়ান্ত পরীক্ষা:	৩০ নম্বর
মোট:	**১০০ নম্বর**

www.bjilibrary.com

অধ্যায় - ১:
সিয়াম সংক্রান্ত প্রারম্ভিক মাসায়েল

১.১ সিয়ামের সংজ্ঞা

'সিয়াম'(الصِّيَام) শব্দের শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা।

শরীয়তের পরিভাষায় সিয়াম অর্থ আল্লাহ পাকের ইবাদতের উদ্দেশ্যে ফজরের শুরু থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকা। সিয়াম অবস্থায় যে বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকতে হয়, সেগুলোকে ফিকহ শাস্ত্রের(الفِقْـــه) পরিভাষায় বলা হয় মুফসিদাত(المُفْــسِدَات) বা মুফাত্তিরাত(المُفَطِّــرَات) অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গকারী। যেমন: পানাহার ইত্যাদি।

১.২ ইসলামে সিয়ামের মর্যাদা ও বিধান

রামাদানে সিয়াম পালন করা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, কেউ যদি সিয়ামের বাধ্যতামূলক হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে মুসলিম থাকে না। আর যে এর বাধ্যতামূলক হওয়াকে স্বীকার করে কিন্তু তা পালন করে না, সে ফাসিক অর্থাৎ পাপাচারী।

www.bjilibrary.com

১.৩ সিয়ামের ফযীলত

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে সাওম পালন করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১২]

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের সওয়াব দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। আল্লাহ বলেন: সাওম ছাড়া, কেননা নিশ্চয়ই তা আমারই জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব। [বান্দা] আমার জন্য তার কামনা ও খাদ্য ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দ, একটি আনন্দ ইফতারের মুহূর্তে[১৩] আর একটি আনন্দ তার রবের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।[১৪] আর তার মুখের পরিবর্তিত ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকের সুঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।"[১৫]

---

[১২] বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

[১৩] এর অর্থ হতে পারে দীর্ঘক্ষণ অনাহারের পর পানাহারের সহজাত আনন্দ। অথবা এর অর্থ এক দিনের সাওম পূর্ণ করতে পারার আনন্দ।

[১৪] কিয়ামতের দিন যখন সে তার সাওমের পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে।

[১৫] বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ সিয়াম ব্যতীত অন্যান্য আমলে লোক দেখানো কিংবা অপর কোন উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকতে পারে। কিন্তু সাওম একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পালন করা হয়, কেননা রোযাদার গোপনে পানাহার করলে আল্লাহ পাক ছাড়া আর কেউ জানবে না। আর সাওমের ক্ষেত্রে নিয়তের এই একনিষ্ঠতা বা ইখলাসের কারণেই আল্লাহ পাক নিজে এর বিশেষ সওয়াব দান করবেন, যা দশগুণ থেকে সাতশতগুণের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকবে না।

১.৪ সিয়ামের পূর্ণ সওয়াব অর্জনের জন্য যা জরুরী

সিয়ামের এই বিরাট ফযীলত ও সওয়াব অর্জনের জন্য সাওমের হেফাযত করা চাই। সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি আরও কিছু বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

"সিয়াম হচ্ছে ঢাল, অতএব [রোযাদার] যেন অশালীন বাক্যব্যয় ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে, আর যদি কেউ তার সাথে লড়তে আসে কিংবা তাকে গালি দেয়, তবে যেন দুবার বলে: আমি রোযাদার।"[১৬]

অপর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

---

[১৬] বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

www.bjilibrary.com

"যে বাতিল কথা ও কাজ এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[১৭]

হাদীসে ব্যবহৃত "কাওলুয যুর"(قَوْلَ الـــزُّورِ) শব্দের মধ্যে সকল প্রকার নিষিদ্ধ কথা অন্তর্ভুক্ত। তাই মিথ্যাচার, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গালি-গালাজ, অশালীন কথা, গীবত বা পরনিন্দা, নামীমাহ[১৮], মিথ্যা অপবাদ, অন্যকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস এই সবকিছুই এর আওতায় পড়বে।

তেমনি সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

❖ দৃষ্টির হেফাযত করা, কেননা অনেকেই সাওম পালনরত অবস্থায় টিভি, কম্পিউটারের পর্দায় নাটক, সিনেমা দেখে সময় কাটায়।
❖ আবার অনেকে গান শুনে সময় কাটাতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়, কেউ বা শপিং মলে ঘোরাঘুরি করে চোখ, কান ও কথার দ্বারা গুনাহে লিপ্ত হয়।
❖ এর পাশাপাশি ইফতারের আয়োজনে অপচয় হতে দেখা যায়।
❖ অনেকে আলস্যের কারণে সাওম অবস্থায় মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় না করে বাসায় একাকী তা আদায় করে নেয়।

উপরোক্ত কাজগুলো সব অবস্থাতেই নিষিদ্ধ, আর বিশেষভাবে সাওম পালনকালে এই সমস্ত পাপ আরও গুরুতর, যার কারণে সাওমের সওয়াব বিনষ্ট হয়। তাছাড়া এ ধরনের কাজে লিপ্ত হওয়ার ফলে সাওমের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ "তাকওয়া অর্জন", তা ব্যর্থ হয়ে যায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[১৭] বুখারী(৬০৫৭)।
[১৮] একের কথা অপরের নিকট এমনভাবে প্রচার করা যেন সমস্যা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়।

www.bjilibrary.com

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

"অনেক রোযাদারেরই সাওমের দ্বারা অর্জন কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর বহু নামাযীরই কিয়ামের দ্বারা অর্জন কেবল রাত্রি জাগরণ।"[১৯]

১.৫ সাওমের নিয়ত

প্রতিটি ইবাদতের জন্য নিয়ত শর্ত। আর ইবাদতের সওয়াবও নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। তবে নিয়ত অর্থ অন্তরের সংকল্প। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শরীয়তসম্মত নয়, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুখে নিয়ত "পাঠ করা" শেখাননি, তাছাড়া আল্লাহ পাক বান্দার অন্তর সম্পর্কে অবগত। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সালাত ও সাওমের যে ভিন্ন ভিন্ন "নিয়ত" আরবী ও বাংলায় পাওয়া যায় - এ সবকিছুই অপ্রয়োজনীয়, বরং এগুলোর কারণে অনেকের নিকট ইবাদত পালনকে কষ্টকর মনে হতে পারে। মোটকথা কোন একটি ইবাদত সম্পাদনের জন্য অন্তরের যে সংকল্প - সেটাই নিয়ত। একজন সালাত আদায়কারী যখন সালাতের প্রস্তুতি নিয়ে ঘর বা কর্মস্থল ছেড়ে মসজিদের দিকে রওনা হয়, তখন বুঝতে হবে যে তার অন্তরে নির্দিষ্ট একটি সালাত আদায়ের সংকল্প উপস্থিত, আর এটাই নিয়ত হিসেবে গণ্য হবে, এর চেয়ে বেশী যে কোন কিছুই অপ্রয়োজনীয় এবং শরীয়ত-বহির্ভূত। এক্ষেত্রে সালাতের পূর্বে **"আমি কিবলামুখী হয়ে এই ইমামের পেছনে যোহরের ফরয চার রাকাত..."** এই কথাগুলো অনর্থক বাক্যব্যয় - যার সপক্ষে কুরআন কিংবা সুন্নাতের কোন দলীল নেই।

[১৯] আহমদ, আদ-দারিমী, ইবনু খুযায়মা। ইবনু হিব্বান ও আল-হাকিম একে সহীহ গণ্য করেছেন। আরনাউতের মতে এর সনদ "জায়্যিদ"। এর সমর্থনকারী অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

www.bjilibrary.com

১.৬ ওয়াজিব সাওমের নিয়ত

ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক সাওমের নিয়ত বা সংকল্প ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বেই থাকতে হবে। এই বিধান রামাদানের সাওম এবং অন্যান্য বাধ্যতামূলক সাওম যেমন: রামাদানের কাযা বা কাফফারা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর দলীল হল:

১) ফজরের পূর্বে নিয়ত না করলে দিনের একটা অংশ নিয়তবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হল, ফলে পূর্ণ একদিনের সাওম আদায় হল না।

২) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ

"যে ফজরের পূর্বেই রাত্রিতে সিয়ামের সংকল্প করেনি তার সিয়াম নেই।" হাদীসটির অপর একটি ভাষ্য এরকম:

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنْ اللَّيْلِ

"তার সিয়াম নেই যে রাত্রিতেই তার সংকল্প করেনি।"[২০]

এছাড়া ইবনে উমার (রা.) থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে।[২১]

---

[২০] হাফসা(রা.) থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারাকুতনী এবং অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ। কারও কারও মতে হাদীসটি মাওকূফ, যেমন: বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু হাতিম, বায়হাকী। অন্যদের মতে মারফূ, যেমন: ইবনু হাযম, খাত্তাবী, আব্দুল হক, ইবনুল জাওযী, শাওকানী প্রমুখ।

[২১] মুয়াত্তা, নাসাঈ, তাহাবী।

www.bjilibrary.com

১.৭ নফল সাওমের নিয়ত

নফল সাওম উপরে বর্ণিত বিধানের ব্যতিক্রম, নফল সাওমের নিয়ত যেকোন সময় করা যাবে, তবে শর্ত হল ফজর থেকে শুরু করে নিয়ত করার মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সাওম ভঙ্গকারী কোন কিছু যেন সংঘটিত না হয়।[২২] এর সপক্ষে দলীল হল নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমল:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ». فَقُلْنَا لاَ. قَالَ « فَإِنِّى إِذًا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

উম্মুল মুমিনীন আয়শা(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমার নিকট এসে বললেন: "তোমাদের কাছে [খাবার] কিছু আছে কি?" আমরা বললাম: "না।" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেক্ষেত্রে আমি রোযা থাকলাম।" এরপর আরেকদিন তিনি আসলে আমরা বললাম: "আমাদেরকে 'হাইস'[২৩] উপহার দেয়া হয়েছে।" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেটা নিয়ে এসো[২৪], আমি সকাল থেকে রোযা আছি।" এরপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেলেন।[২৫]

[২২] এই শর্তের ব্যাপারে আলেমগণের ইজমা রয়েছে।
[২৩] খেজুর, পনীর, ঘি দিয়ে তৈরী একধরনের খাদ্যদ্রব্য।
[২৪] শাব্দিক অনুবাদ: সেটা আমাকে দেখাও।
[২৫] মুসলিম(১১৫৪)।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ১.৭.১: এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে বিনা কারণে তা করাটা অপছন্দনীয়।[২৬]

মাসআলা ১.৭.২ : নফল সাওমের ক্ষেত্রে ফজরের পরবর্তী সময়ে নিয়ত করলে পূর্ণদিবস সাওমের সওয়াব পাওয়া যাবে না, বরং নিয়তের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওমের সওয়াব পাওয়া যাবে। এজন্য কোন সাওমের ফযীলত যদি কোন নির্দিষ্ট দিবসের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তবে এর ফযীলত অর্জন করতে হলে ফজরের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে। যেমন: কেউ যদি আরাফার দিনের সাওমের ফযীলত পেতে চায়[২৭], তবে তাকে ফজরের পূর্বেই নিয়ত করে পূর্ণদিবস সাওম পালন করতে হবে। কেউ যদি আরাফার দিনের একাংশে নিয়ত করে, তবে সে সাধারণ একটি দিনের আংশিক সাওমের সওয়াব পাবে, কিন্তু আরাফার দিবসের সাওমের ফযীলত অর্জন করতে পারবে না।

মাসআলা ১.৭.৩: গোটা রামাদানের জন্য একবার নিয়ত যথেষ্ট কি?

রামাদানের সাওম কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত সাওম একটানা প্রতিদিন রাখা হয়[২৮] সেগুলোর জন্য শুরুতে সংকল্প থাকাই যথেষ্ট যদি না এর মাঝখানে কোন ছেদ পড়ে[২৯]।

মাসআলা ১.৭.৪: একজন ব্যক্তি রামাদানে কোন একদিন সাওম পালনরত অবস্থায় সূর্যাস্তের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়ল এবং পরের দিন ফজর

---

[২৬] নফল ইবাদত মাঝপথে ভঙ্গ করলে আংশিক সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

[২৭] এই ফযীলতের বিবরণ সামনে আসবে।

[২৮] যেমন রামাদানের দিবসে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার কাফফারা হিসেবে টানা ২মাস সাওম।

[২৯] যেমন সফরের কারণে কিংবা অসুস্থতার কারণে কেউ সাওম ভঙ্গ করল - এক্ষেত্রে পুনরায় সাওম শুরুর পূর্বে নতুন নিয়তের প্রয়োজন।

www.bjilibrary.com

হওয়ার পর জেগে উঠল, তার এই দ্বিতীয় দিনের সাওম আদায় হবে কি?

উত্তর: পূর্বের মাসআলার সিদ্ধান্তের আলোকে জবাব হচ্ছে: তার দ্বিতীয় দিনের সাওম আদায় হয়ে যাবে, কেননা তার পূববর্তী নিয়তই এক্ষেত্রে যথেষ্ট, সেক্ষেত্রে সে এই পরবর্তী দিনের জন্য নতুন করে নিয়ত করতে না পারলেও ক্ষতি নেই।

১.৮ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় নির্ণয় সংক্রান্ত মাসায়েল

১.৮.১ ফজরের শুরু ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া

রোযাদারের কর্তব্য ফজরের শুরু ও সূর্যাস্তের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। এ সম্পর্কে জানার জন্য নিম্নলিখিত যেকোন উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে:

ক. সরাসরি পর্যবেক্ষণ।

খ. নির্ভরযোগ্য মুয়াযযিনের ওপর নির্ভর করা।

গ. নির্ভরযোগ্য প্রচার মাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত আযানের ওপর নির্ভর করা।

ঘ. নির্ভরযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত/তৈরী ঘোষণা/ক্যালেন্ডারের অনুসরণ করা।

মাসআলা ১.৮.১.১: ফজর হয়েছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা যাবে, কেননা মূল হচ্ছে ওয়াক্ত না হওয়া। এছাড়া আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

www.bjilibrary.com

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।"[৩০]

যদি পরবর্তীতে জানা যায় যে ফজরের পরেও পানাহার হয়েছে, তা সত্ত্বেও সাওম আদায় হয়ে যাবে। কেবলমাত্র কেউ ফজর হয়েছে বলে নিশ্চিত জানার পর পানাহার করলে তার সাওম হবে না।

মাসআলা ১.৮.১.২: সূর্যাস্তের ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা যাবে না, তবে মেঘাচ্ছন্ন দিনে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলে এবং খুব সম্ভবত: সূর্যাস্ত হয়েছে বলে মনে করলে ইফতার করা বৈধ। যেমনটি আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

"নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেঘের দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য উঁদিত হল।"[৩১]

এক্ষেত্রে পরবর্তীতে পুনরায় সূর্য দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ পানাহার বন্ধ করতে হবে, তবে ইতিপূর্বে পানাহারের কারণে সাওমের ক্ষতি হবে না, কেননা তা অজ্ঞতাবশত ছিল। আর যদি পরে তা জানা যায়, তা হলেও সাওম আদায় হয়ে যাবে।

---

[৩০] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৭।
[৩১] বুখারী(১৯৫৯)।

www.bjilibrary.com

১.৮.২. কোন অঞ্চলে দিন কিংবা রাত্রি খুব দীর্ঘ হলে করণীয়

যদি সেখানে দিন কিংবা রাত্রির অস্তিত্ব থাকে, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সাওম পালন করতে হবে, যদিও বা দিবাভাগ খুব দীর্ঘও হয়, কেননা দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকলে নিম্নলিখিত আয়াত অনুযায়ী আমল করা বাধ্যতামূলক:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।"[৩২]

তবে কেউ যদি দিবসের অত্যধিক দৈর্ঘের কারণে মৃত্যু কিংবা অসুস্থতার আশংকা করে, অথবা কোন আস্থাভাজন অভিজ্ঞ ডাক্তার এ ধরনের আশংকা ব্যক্ত করেন, তবে সে সাওম ভঙ্গ করতে পারবে এবং পরবর্তীতে যখন সে সক্ষম হয়, তখন ঐ দিনটির কাযা আদায় করে নেবে।

যদি এমন অঞ্চলে রাত বা দিন কোন একটির অস্তিত্ব না থাকে, সেক্ষেত্রে সালাত ও সাওমের জন্য নিকটবর্তী যে দেশে দিন ও রাত হয়, সে দেশের সময়সূচীর অনুসরণ করতে হবে। এর সপক্ষে দলীল হল দাজ্জালের অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য:

---

[৩২] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

www.bjilibrary.com

...قَالَ : أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ ؟ قَالَ : لَا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ...

...তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "চল্লিশ দিন, একদিন এক বছরের মত, একদিন এক মাসের মত আর একদিন এক সপ্তাহের মত আর বাকি দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতই।" আমরা [অর্থাৎ সাহাবীগণ] বললাম: "হে আল্লাহর রাসূল, এই যে দিনটি এক বছরের মত, তাতে কি এক দিনের সালাতই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?" তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "না। তার পরিমাণ নির্ধারণ করে নাও"...[৩৩]

অর্থাৎ দিন বা রাত ২৪ ঘণ্টার বেশী হলে সেক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার দিন ধরে নিয়ে ইবাদতের সময়সূচী নির্ধারণ করে নিতে হবে, আর তাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই অঞ্চলের সময়সূচীর অনুসরণ করতে হবে, যাতে রাত ও দিনের অস্তিত্ব রয়েছে।

১.৮.৩ প্লেনে ভ্রমণকারীর করণীয়

প্লেনে ভ্রমণরত অবস্থায় সূর্যাস্ত ও ফজরের সূচনা প্লেন থেকে দেখে নির্ণয় করতে হবে, এক্ষেত্রে এরোপ্লেন যে দেশের ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে, সেই দেশের সময়সূচীর অনুসরণ করা যাবে না, কেননা শরীয়তে সাওমের শুরুকে ফজরের শুরু এবং সাওমের সমাপ্তিকে সূর্যাস্তের [অর্থাৎ সূর্যগোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হওয়ার] সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, আর তা হবে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থান অনুযায়ী।

কোন কারণে তা সম্ভব না হলে সাধ্যমত আন্দাজ করে সাওমের শুরু ও শেষ করবে, কেননা এক্ষেত্রে এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

---

[৩৩] মুসলিম(২৯৩৭)।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ১.৮.৩.১: বিমানে ভ্রমণকারী ভূমিতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্তের সময় অনুযায়ী ইফতার করল, এরপর এরোপ্লেন আকাশে ওড়ার পর সূর্য দেখা গেল, এক্ষেত্রে তাকে পানাহার থেকে বিরত হতে হবে না, কেননা তার সাওম শরীয়তসম্মতভাবে পূর্ণ হয়েছে।

মাসআলা ১.৮.৩.২: তেমনি নিজ দেশে ইফতার করার পর ঐ দিন থাকতেই কেউ যদি অন্য দেশে পৌঁছে যায় এবং সেই দেশে দিবাভাগ বিরাজ করে, তবে পানাহার থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই এবং সাওম পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে।

কিন্তু যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই প্লেন আকাশে ওড়ে আর এর ফলে দিবসের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তবে সূর্যাস্ত না হওয়া পর্যন্ত সাওম পালন করে যেতে হবে।

এ সকল মাসআলার সপক্ষে দলীল হল নিম্নোক্ত হাদীস:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"যখন এদিক[৩৪] থেকে রাত্রির আগমন হয় এবং এদিক* থেকে দিবস প্রস্থান করে আর সূর্য অস্ত যায়, তখন সাওম পালনকারীর ইফতার [এর সময়] হয়।"[৩৫]

---

[৩৪] ~~পশ্চিম দিক।~~ পূর্বদিক।

[৩৫] বুখারী(১৯৫৪), মুসলিম(১১০০)।

* পশ্চিমদিক।

www.bjilibrary.com

১.৯ ইফতারের সুন্নাহ

১. ইফতার শীঘ্র করা মুস্তাহাব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

"মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা শীঘ্র ইফতার করবে।"[৩৬]

এছাড়া আবু দাউদে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে:

لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ

"দ্বীন বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র ইফতার করবে, কেননা ইহুদী ও নাসারারা [ইফতারে] বিলম্ব করে।"[৩৭]

শীঘ্র ইফতার করা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাত, আর সুন্নাতের অনুসরণেই নিহিত রয়েছে সকল কল্যাণ। আর দ্বীনের বিজয় নিহিত আছে অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা ও তাদের থেকে ভিন্নতা অবলম্বনের মাঝে।

২. খেজুর দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। এ সম্পর্কে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

---

[৩৬] বুখারী(১৯৫৭), মুসলিম(১০৯৮)।

[৩৭] আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মাগরিবের] সালাতের পূর্বে সতেজ খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, সতেজ খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর তা না থাকলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।"[৩৮]

৩. ইফতারের দুআ:

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আল-আস (রা.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد

"রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি দুআ আছে যা ফিরিয়ে দেয়া হয় না।"[৩৯]

তবে হাদীসটি দুর্বল। এছাড়া ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইফতার করে বলতেন:

ذَهَبَ الظَّمأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু। ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।]

"তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা আর্দ্র হয়েছে আর আল্লাহ চাইলে সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে।"[৪০] এই হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

এছাড়া এই দুআটিও ইফতারের দুআ হিসেবে বর্ণিত আছে:

---

[৩৮] আবু দাউদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

[৩৯] ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে দুর্বল।

[৪০] আবু দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

www.bjilibrary.com

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

[আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু]
"হে আল্লাহ আমি আপনার জন্য রোযা রেখেছি আর অপনার দেয়া রিযিক দিয়েই ইফতার করলাম।" কিন্তু এটিও দুর্বল বর্ণনা।

১.১০ সেহরীর সুন্নাহ

১. সেহরীর মধ্যে বরকত রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السُّحُورِ بَرَكَةً

"তোমরা সেহরী কর, কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে।"[৪১]

সেহরীতে রয়েছে বহুবিধ কল্যাণ:

ক. আল্লাহর নির্দেশ পালনের কারণে সওয়াব অর্জন।
খ. আল্লাহর ইবাদতে শক্তি অর্জন।
গ. সাওমে একঘেয়েমি দূরীকরণ।
ঘ. সেহরীর কারণে রাতের গভীরে ঘুম থেকে ওঠা হয়, যা কিনা দুআ ও ইসতিগফার কবুল হওয়ার সময়, ফলে এ সময়ের ইবাদত, যেমন: সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, দুআ, ইসতিগফার - এগুলো পালন করা সেহরীর কারণে সহজ হয়।
ঙ. সেহরীর জন্য ঘুম থেকে ওঠার ফলে ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করা সহজ হয়।
চ. এছাড়া সেহরীর মাঝে রয়েছে আহলে কিতাবের থেকে ভিন্নতা অবলম্বনের সওয়াব, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৪১] বুখারী(১৯২৩), মুসলিম(১০৯৫)।

www.bjilibrary.com

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

"আহলে কিতাব ও আমাদের সিয়ামের পার্থক্য হল সেহরী।"[৪২]

ছ. আল্লাহ পাক ও ফেরেশতাগণ সেহরীকারীদের ওপর সালাত পেশ করেন। হাদীসে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"সেহরী খাওয়া বরকত, অতএব তোমরা একে ত্যাগ করো না, তোমাদের কেউ যেন অন্তত: এক ঢোক পানি পান করে হলেও [সেহরী করে], কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেহরীকারীদের ওপর সালাত পেশ করেন।"[৪৩]

২. সেহরীকে বিলম্বিত করা মুস্তাহাব:

বর্ণিত আছে যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেহরী ও ফজরের সালাতের মাঝে ৫০-৬০ আয়াত পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় যে সময়, সে সময়ের ব্যবধান ছিল।[৪৪] আলেমগণ এই সময়কে প্রায় ৫ মিনিট বলে উল্লেখ করেছেন।

মাসআলা ১.১০.১: সেহরী খাওয়া অবস্থায় আযান শুনলে করণীয়:

হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

---

[৪২] মুসলিম(১০৯৬)।

[৪৩] আহমদ। আরনাউতের মতে সহীহ।

[৪৪] বুখারী(৫৭৫) ও মুসলিম(১০৯৭)।

www.bjilibrary.com

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ

"পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আযান শুনলে সে যেন তা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করা পর্যন্ত তা না রাখে।"[৪৫]

উপরোক্ত হাদীস প্রযোজ্য হবে যদি মুয়াযযিন ফজরের পূর্বেই আযান শুরু করেন। এজন্য জমহুরের মতে যদি আযান শ্রবণকারী নিশ্চিত হন যে মুয়াযযিন ফজর হলেই কেবল আযান দিয়ে থাকে, তবে তাকে তৎক্ষণাৎ পানাহার বন্ধ করতে হবে এবং মুখে কিছু থাকলে তা ফেলে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।"[৪৬]

এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم

"বিলাল রাতেই আযান দেয়, অতএব ইবনে উম্মে মাকতুম আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার কর।"[৪৭] হাদীসের এক ভাষ্যে এসেছে:

فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

"আর সে [ইবনে উম্মে মাকতুম] ফজর না হলে আযান দেয় না।"[৪৮]

---

[৪৫] আহমদ, আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান সহীহ, আরনাউতের মতে হাসান।
[৪৬] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।
[৪৭] বুখারী(৬২২) ও মুসলিম(১০৯২)।
[৪৮] বুখারী(১৯১৮)।

www.bjilibrary.com

এ সমস্ত দলীলের মাঝে সমন্বয় সাধন করে আলেমগণ বলেছেন:

কেউ যদি ফজর হয়ে যাওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হয়, তবে তার জন্য একটি লোকমা গলাধঃকরণ করাও বৈধ নয়। কিন্তু কেউ যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তবে সে পানাহার করতে পারে। এজন্য নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য: **"পাত্র হাতে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ আযান শুনলে সে যেন তা থেকে তার প্রয়োজন পূরণ করা পর্যন্ত তা না রাখে।"** প্রযোজ্য হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে:

১. যদি জানা থাকে যে মুয়াযযিন ফজরের আগেই আযান শুরু করেন।

২. মুয়াযযিন ফজরের পরেই আযান দেন কিনা - যদি এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান না থাকে।

৩. যদি মুয়াযযিন ক্যালেন্ডারের অনুসরণে আযান দেন, কেননা ক্যালেন্ডারগুলোতে সাধারণত ফজরের শুরু কিছুটা আগেই দেখানো থাকে, আর তার কারণ এই যে ক্যালেন্ডার তৈরী করা হয় হিসাবের ভিত্তিতে, বাস্তবে ফজরের আলো দেখে নয়। তবে এক্ষেত্রে যদি জানা থাকে যে মুয়াযযিন ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত সময়ের কিছুক্ষণ পর ফজরের শুরু নিশ্চিত হয়ে আযান দেন, তবে আযান শোনামাত্র পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

উপরোল্লিখিত ৩টি ক্ষেত্রে আযান শোনার পর পাত্রস্থিত খাবার শেষ করার অনুমতি থাকলেও আযান শোনামাত্র পানাহার সম্পূর্ণ বন্ধ করাটাই সর্বোত্তম, কেননা বর্তমান যুগে, বিশেষত: শহরাঞ্চলে ফজরের শুরু সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

১.১১ সাওম ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

১. ইসলাম। ২. বালেগ হওয়া। ৩. আকল থাকা। ৪. সামর্থ্য থাকা।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ১.১১.১: নাবালেগ শিশুকে সাওমের অভ্যাস করানো মুস্তাহাব। সাহাবীগণ হতে বর্ণিত যে তাঁরা তাঁদের শিশুদেরকে আশুরার সাওম অভ্যাস করাতেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কান্নাকাটি করলে তাদেরকে ভুলাতে খেলনা দিতেন।[৪৯]

মাসআলা ১.১১.২: চারটি লক্ষণের যেকোন একটি পাওয়া গেলে একজন ব্যক্তিকে বালেগ ধরতে হবে:

১. পরিতৃপ্তির সাথে বীর্যপাত হওয়া।

২. লজ্জাস্থানে লোম গজানো।

৩. ১৫ বৎসর পূর্ণ হয়ে ১৬তে পা দেয়া।

৪. হায়েয শুরু হওয়া [শুধুমাত্র নারীদের ক্ষেত্রে]।

মাসআলা ১.১১.৩: কোন ব্যক্তি যদি ফজরের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় উন্মাদ থাকে, তবে তাকে কাযা করতে হবে না, কেননা এ অবস্থায় তার ওপর সাওম ওয়াজিবই হয়নি। ~~অনৈচ্ছিকভাবে বেহুশ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।~~

মাসআলা ১.১১.৪: ঘুমের ক্ষেত্রে উপরোক্ত মাসআলার বিধান প্রযোজ্য নয়। কেউ যদি সাওমের নিয়ত সহ ফজরের পূর্বে ঘুমায় এবং সূর্যাস্তের পরে জাগ্রত হয়, তবে তার সাওম বিশুদ্ধ। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে কোন ওয়াক্তের সালাত অতিক্রম করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়।

---

[৪৯] বুখারী(১৯৬০), মুসলিম(১১৩৬)।

www.bjilibrary.com

১.১২ রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়

রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ভর করবে চাঁদ দেখার ওপর। তবে শাবানের ২৯ তারিখের সূর্যাস্তের পর রামাদানের চাঁদ দেখা না গেলে শাবানকে ৩০ দিন ধরে পূর্ণ করতে হবে। এর সপক্ষে দলীল হল:

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"তোমরা তা[চাঁদ] দেখে সাওম শুরু কর এবং তা[চাঁদ] দেখে সাওম শেষ কর, আর যদি তা তোমাদের নিকট অদৃশ্য হয় তবে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ কর।"[৫০]

মাসআলা ১.১২.১: রামাদানের শুরু ও শেষ নির্ণয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এ সংক্রান্ত হাদীসগুলোতে স্পষ্টত: "চাঁদ দেখা"র উল্লেখ এসেছে, অতএব চোখে দেখার ওপর ভিত্তি করে চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ নির্ধারিত হবে, অন্য কোনভাবে নয়। তবে দেখার ক্ষেত্রে টেলিস্কোপ জাতীয় যন্ত্র ব্যবহার করতে বাধা নেই।

মাসআলা ১.১২.২: রামাদানের শুরু নির্ণয়ের জন্য আস্থাভাজন একজন ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্যই যথেষ্ট, এর দলীল হল:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّى رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "লোকেরা নতুন চাঁদ খোঁজ করছিল, আমি আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানালাম যে আমি তা দেখেছি, অতঃপর তিনি সেদিন সাওম

[৫০] বুখারী(১৯০৯), মুসলিম(১০৮১)।

www.bjilibrary.com

পালন করলেন এবং লোকদেরকে সেদিনের সিয়ামের নির্দেশ দিলেন।"[৫১]

মাসআলা ১.১২.৩: যদি একজন মাত্র ব্যক্তি চাঁদ দেখে, কিন্তু তার সাক্ষ্য গৃহীত না হয়, তবে তাকে একাকী সাওম পালন করতে হবে না, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

"সাওম হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] সাওম পালন কর, আর ইফতার হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] ইফতার কর আর 'আদহা' হল সেদিন যেদিন তোমরা তোমাদের পশু যবেহ কর।"[৫২]

অর্থাৎ সাওম ও ঈদ জাতীয় অনুষ্ঠান একাকী নয়, মুসলিম জনগণের সাথে একত্রে পালন করতে হবে।

মাসআলা ১.১২.৪: রামাদানের শেষ এবং শাওয়ালের[৫৩] শুরু নির্ণয়ের জন্য দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন। এর সপক্ষে দলীল হল, আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسُكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا

"তোমরা তা[চাঁদ] দেখলে সাওম পালন কর এবং তা[চাঁদ] দেখলে সাওম ভঙ্গ কর এবং তদানুযায়ী ইবাদত পালন কর আর যদি

---

[৫১] আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[৫২] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[৫৩] শাওয়াল রামাদানের পরবর্তী মাস।

www.bjilibrary.com

তোমাদের থেকে তা আড়াল হয় তবে ৩০ দিন পূর্ণ কর, আর যদি দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় তবে সাওম শুরু কর এবং ভঙ্গ কর।"[৫৪]

এছাড়া এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে।

মাসআলা ১.১২.৫: যদি কেউ একাকী শাওয়ালের চাঁদ দেখে তবে সে সাওম ভঙ্গ করবে না, এর প্রমাণ হল উপরোক্ত হাদীসদ্বয়।

মাসআলা ১.১২.৬: যদি ২৮ দিন পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে রামাদানের শুরু নির্ণয়ে ভুল হয়েছিল, তাই পরবর্তীতে একদিনের সাওম কাযা করে নিতে হবে, কেননা মাস কখনও ২৯ দিনের কম হওয়া সম্ভব নয়।

মাসআলা ১.১২.৭: কেউ যদি এক দেশে সাওম শুরু করার পর রামাদানের মাঝখানে অন্য দেশে যায়, তবে সে দ্বিতীয় দেশের লোকদের সাথে একই সময়ে সাওম শেষ করবে। তবে যদি সে দেশে রামাদান শেষ হওয়ার পূর্বেই তার ৩০টি সাওম পূর্ণ হয়, তবে সে সাওম ভঙ্গ করতে পারবে, কিন্তু তা জনসমক্ষে করবে না, কেননা এতে ভুল ধারণা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনি যদি তার ২৯টি সাওম পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাদের রামাদান শেষ হয়ে যায় তবে তাদের সাথেই সে রামাদান শেষ করবে, কিন্তু পরবর্তীতে একটি সাওমের কাযা আদায় করে নেবে।

র

১.১৩ যার পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ নির্ণয় করা সম্ভব নয়

যদি কারও পক্ষে চান্দ্রমাসের শুরু কিংবা শেষ জানা সম্ভব না হয়[৫৫], তবে সে আন্দাজ করে সাওম পালন করবে। পরবর্তীতে যদি দেখা যায়

---

[৫৪] আহমদ, নাসাঈ, অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[৫৫] যেমন ধরা যাক কোন অমুসলিম দেশে কারাবন্দী আসামীর ক্ষেত্রে।

www.bjilibrary.com

যে সে সাওম গণনা শুরু করেছে প্রকৃত রামাদান শুরুর পরে, তবে তার সাওম আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে রামাদানের আগে শুরু করে থাকে, সেক্ষেত্রে রামাদানের পূর্বের সাওমগুলো নফল হিসেবে গণ্য হবে এবং তাকে পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে। কেননা প্রথম ক্ষেত্রে যে সাওমগুলো সে রামাদানের পরে পালন করেছে, সেগুলো কাযা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রামাদানের পূর্বের সাওম দ্বারা তার ফরয সাওম আদায় হবে না, কেননা নির্ধারিত ওয়াক্তের পূর্বে পালনকৃত ইবাদত আদায় হয় না।

১.১৪ চাঁদ দেখা কি বিশ্বের সকলের জন্য একই না ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলভেদে ভিন্ন?

এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদের (র.) মতে কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সকল মুসলিমের জন্য এর বিধান প্রযোজ্য হবে, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

"যখন তোমরা তা[চাঁদ] দেখতে পাও তখন সাওম শুরু কর এবং যখন তা[চাঁদ] দেখতে পাও সাওম শেষ কর।" কেননা এখানে সকল মুসলিমকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হবে না।

অপরপক্ষে ইমাম আশ-শাফিঈ এবং পূর্বযুগীয় অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতে চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হবে, আর হাদীসের সম্বোধন আপেক্ষিক, ফলে হাদীসের নির্দেশ সে সমস্ত অঞ্চলের লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে যেখানে চাঁদের অস্তিত্ব রয়েছে এবং সেসমস্ত অঞ্চলের লোকেরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যেখানে চাঁদের অস্তিত্ব নেই।

www.bjilibrary.com

১.১৪.১ এ সম্পর্কে সৌদি বিশিষ্ট আলেমগণের কমিটির (هَيْئَة كِبَار العُلَمَاء) সিদ্ধান্তের সারমর্ম

❖ চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্যের বিষয়টি ইন্দ্রিয় এবং যুক্তির দ্বারা অনিবার্যভাবে জ্ঞাত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত যার ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেনি, তবে আলেমগণের মাঝে উদায়চলের পার্থক্যের বিষয়টি ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য হয়েছে।

❖ চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য ধর্তব্য হওয়ার বিষয়টি গবেষণার জন্য উন্মুক্ত একটি মাসআলা যাতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে এবং এতে দ্বীনী আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য বিদ্যমান, আর তা গ্রহণযোগ্য মতপার্থক্যের অন্তর্গত, এই মাসআলায় আলেমগণ দুটি মতে বিভক্ত:

১. তাঁদের মাঝে কেউ উদয়াচলের পার্থক্যকে বিবেচ্য মনে করেছেন।

২. অন্যরা একে বিবেচ্য মনে করেননি।

এবং উভয় দলই কতিপয় দলীল ব্যবহার করেছেন।

❖ ইসলামের আবির্ভাবের পর ১৪ শতাব্দী গত হয়েছে অথচ আমরা এমন কোন সময়ের কথা জানি না, যখন একক চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সকল মুসলিমের ঈদ একই দিনে পালিত হয়েছে। তাই এই কমিটির সিদ্ধান্ত হল: **প্রত্যেক মুসলিম দেশ তার নিজস্ব আলেমগণের মাধ্যমে উপরোক্ত দুটি মতের যেকোনটি নির্বাচনের অধিকার রাখে।**

ইবনে তায়মিয়া (র.) বলেন: সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের ঐকমত্য অনুযায়ী উদয়াচলের পার্থক্য হয়ে থাকে, অতএব যদি তা [উদয়াচল] এক হয় তবে সাওম বাধ্যতামূলক হবে, আর না হলে নয় - এটাই শাফিঈ মাযহাবের সঠিক মত এবং হাম্বলী মাযহাবের একটি মত।

চন্দ্রোদয়ের স্থানের পার্থক্য বিবেচ্য হওয়ার সপক্ষে শক্তিশালী দলীল নিম্নোক্ত হাদীসটি:

www.bjilibrary.com

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَىَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِى آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِى بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-.

কুরাইব থেকে বর্ণিত যে "উম্মুল ফাদল বিনতে আল-হারিস তাকে শামে মুয়াবিয়ার (রা.) কাছে পাঠিয়েছিলেন, তিনি বলেন: আমি শামে এসে তাঁর প্রয়োজন পূরণ করলাম আর শামে থাকতে আমার রামাদান শুরু হল, এবং আমি জুমুয়ার রাতে নতুন চাঁদ দেখলাম এরপর মাসের শেষে মদীনায় আসলে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আমাকে প্রশ্ন করলেন, এরপর নতুন চাঁদের উল্লেখ করলেন এবং বললেন তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? আমি বললাম: আমরা জুমুয়ার রাত্রিতে তা দেখেছি। তিনি বললেন: তুমি নিজে তা দেখেছ? আমি বললাম: হাঁ, আর লোকেরাও দেখেছে ও সাওম পালন করেছে এবং মুয়াবিয়াও (রা.) সাওম পালন করেছেন। তিনি বললেন: কিন্তু আমরা তা শনিবার রাতে দেখেছি, সুতরাং আমরা ৩০দিন পূর্ণ করা কিংবা তা [শাওয়ালের চাঁদ] দেখা পর্যন্ত সাওম পালন করতে থাকব। আমি বললাম: আপনি কি মুয়াবিয়ার (রা.) চাঁদ দেখা ও তাঁর সাওমেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না? তিনি বললেন: না। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এমন নির্দেশই দিয়েছেন।"[৫৩]

---

[৫৩] মুসলিম(১০৮৭), তিরমিযী(৬৯৩)।

www.bjilibrary.com

১.১৪.২ এ সংস্পর্কে রাবেতার ইসলামী ফিকহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সারমর্ম

❖ ইসলাম সহজতার ধর্ম, তাই তা চাঁদের ক্ষেত্রে চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছে এবং সহজতার জন্য চন্দ্রোদয়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় এনেছে।

❖ সাওমের শুরু ও শেষ করার দিবসের ব্যাপারে সকল মুসলিমের একতাবদ্ধ হওয়ার বাধ্যবাধকতার দাবী শরীয়ত এবং যুক্তির দাবীর বিপরীত। এর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তাঁরা [ফিকহ কাউন্সিল] উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং উদয়াচলের পার্থক্য থাকার ব্যাপারে জ্ঞানীদের ঐকমত্যের উল্লেখ করেন।

❖ প্রত্যেক মাযহাব থেকেই আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে অনেকের নিকটই চন্দ্রোদয়ের পার্থক্যকে বিবেচনায় আনার বিষয়টি অগ্রগণ্য। দূরবর্তী দেশের ক্ষেত্রে এক দেশের চাঁদ দেখা অপর দেশে বিবেচ্য না হওয়ার বিষয়ে ইজমা রয়েছে বলে ইবনু আব্দিল বার (র.) উল্লেখ করেছেন।

❖ মুসলিম উম্মাতের চাঁদ দেখা ও ঈদ উৎসবসমূহকে একদিনে করার দাবী অপ্রয়োজনীয়, কেননা ঈদের দিন এক হওয়া মুসলিম উম্মাতের একতাবদ্ধতার নিশ্চয়তা নয় - যেমনটি চাঁদ দেখা ও ঈদ উৎসব একদিনে করার প্রস্তাবকারীদের অনেকেই ভুলবশত: ধারণা করে থাকে। বরং চাঁদ দেখার বিষয়টি মুসলিম দেশগুলোর নিজ নিজ ফতোয়া ও আইন বিভাগের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিৎ, কেননা তা সার্বজনীন দ্বীনী কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী। আর উম্মাতের একতাবদ্ধতার নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে সকল ক্ষেত্রে আল কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার মাঝে।

দ্রষ্টব্য: চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তৃতীয় আরেকটি মত হল: এক্ষেত্রে মানুষ ইমাম তথা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের অনুসারী হবে, ফলে গোটা মুসলিম বিশ্বের শাসক একজন হলে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বত্র একই দিনে চান্দ্রমাসের শুরু হবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে এই মতটি

www.bjilibrary.com

অনসৃত হচ্ছে, কেননা বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে: কোন দেশে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের সকলেই সেই চাঁদ দেখার অনুসরণ করে থাকেন, এক্ষেত্রে বিষয়টি ভৌগলিকভাবে না হয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে একই দেশের অন্তর্গত লোকেরা সে দেশের সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চান্দ্রমাসের শুরুর ক্ষেত্রে একই সময়সূচীর অনুসরণ করে থাকেন। উপরে বর্ণিত উদয়াচলের পার্থক্যকে ধর্তব্যে আনার মতটি সঠিক হলেও মুসলিমদের ঐক্যের স্বার্থে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতির বিরোধিতা করা অনুচিৎ।

সারমর্ম ও সিদ্ধান্ত: চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে আলেমগণের মাঝে তিনটি মত রয়েছে:

প্রথম মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সকল মুসলিম সেই দেশের অনুসরণ করবে।

দ্বিতীয় মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে বিশ্বের সেই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা তার অনুসরণ করবে যেসমস্ত অঞ্চলের উদয়াচল ঐ অঞ্চলের অনুরূপ।

তৃতীয় মত: কোন অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে ঐ অঞ্চলের শাসকের অধীনে যত স্থান আছে, তারা সবাই ঐ চাঁদ দেখার অনুসরণ করবে।

দলীলের আলোকে বলা যায় যে উপরোক্ত দ্বিতীয় মতটি সঠিক, তবে বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে উপরোক্ত তৃতীয় মতটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিকে সঠিক বললেও মুসলিমদের কর্তব্য মুসলিম দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আলেমগণের কমিটির[৫৭] দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাওম শুরু ও শেষ করা। যেহেতু এ বিষয়ে ইজতিহাদ বা গবেষণাপ্রসূত মতপার্থক্যের সুযোগ রয়েছে, এজন্য মুসলিমদের ঐক্যের সার্থে নিজস্ব মতটিকে বিসর্জন দেয়া যেতে পারে, বরং এক্ষেত্রে প্রত্যেকে যেই মুসলিম সমাজে বসবাস করছে, সেই সমাজের ঐক্যকে বিনষ্ট না করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

[৫৭] যেমন আমাদের দেশের চাঁদ দেখা কমিটি।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ১.১৪.৩: অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমগণ সেখানকার ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করবেন। এরকম কোন ইসলামিক সেন্টার না থাকলে সবচেয়ে নিকটবর্তী মুসলিম দেশের চাঁদ দেখার অনুসরণ করবেন।

www.bjilibrary.com

অধ্যায় ২ :
যাদের জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে।

চার শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য রামাদানের সাওমের ব্যাপারে সহজতা রয়েছে:

১. অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির।
২. হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী।
৩. গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী ।
৪. বার্ধক্য কিংবা আরোগ্যের আশাহীন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অক্ষম ব্যক্তি।

২.১ অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফির

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অসুস্থতার সময় এবং মুসাফিরের জন্য সফর অবস্থায় রামাদানের সাওম ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। তবে পরবর্তীতে তা আদায় করে নিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ
ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ
مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا

www.bjilibrary.com

يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। **আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।** আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হেদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।"[৫৮]

২.১.১ অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান

ক. সামান্য অসুস্থতা, যার ওপর সাওমের কোন প্রভাব নেই, যেমন: সামান্য ঠান্ডা কিংবা মাথাব্যথা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ করা বৈধ নয়।

খ. এমন অসুস্থতা যে সাওম পালন করলে তা কষ্টকর হবে, এক্ষেত্রে সাওম পালন করা মাকরূহ এবং সাওম ভঙ্গ করা মুস্তাহাব। কেননা উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন: **"আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না।"** এছাড়া ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه

"আল্লাহ পাক যেমন তাঁর নির্দেশগুলো পালিত হওয়া পছন্দ করেন, তেমনি তাঁর রুখসাতগুলো[৫৯] গৃহীত হওয়াকে পছন্দ করেন।"[৬০]

---

[৫৮] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৫।

[৫৯] রুখসাত অর্থ ছাড় বা সহজতা।

www.bjilibrary.com

গ. যদি সাওমের কারণে রোগীর ক্ষতি বা রোগবৃদ্ধির আশংকা থাকে তবে এক্ষেত্রে তার জন্য সাওম পালন করা নিষিদ্ধ, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ

"আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না।"[৬১]

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

"এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"[৬২]

২.১.২ মুসাফিরের অবস্থাভেদে তার জন্য সাওমের বিধান

ক. আরামদায়ক সফরেও সাওম ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সাওম পালন করাই উত্তম কেননা:

❖ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে সাওম পালন করতেন এবং অন্যকে অনুমতি দিয়েছেন:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ "

আবু আদ-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রামাদান মাসে প্রচন্ড গরমের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সফরে বের হলাম, এমনকি আমাদের কাউকে প্রচন্ড গরমের কারণে নিজের মাথায় হাত রাখতে হচ্ছিল, আর আমাদের

---

[৬০] বাযযার, তাবারানী, ইবনু হিব্বান। আলবানীর মতে সহীহ।
[৬১] সূরা আন নিসা, ৪ : ২৯।
[৬২] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৯৫।

www.bjilibrary.com

মাঝে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) ছাড়া আর কোন রোযাদার ছিল না।"[৬৩]

عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُـولَ اللَّهِ أَجِدُ بِى قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِى السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « هِىَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ »

হামযা বিন আমর আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি সফরে সাওম পালনের সামর্থ্য অনুভব করি, আমার কি গুনাহ হবে?" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সহজতা, যে তা গ্রহণ করল, তা উত্তম। আর যে সাওম পালন করতে চায় তার কোন গুনাহ নেই।"[৬৪]

❖ এক্ষেত্রে সাওম পালন করা উত্তম এজন্য যে এর ফলে দ্রুত ফরয আদায় হল।

❖ রোযাদারের জন্যও তা সহজ, কেননা পরবর্তীতে একাকী কাযা আদায় করার চেয়ে রামাদানে অন্যদের সাথে সাওম পালন সহজতর।

❖ এক্ষেত্রে ফযীলতপূর্ণ সময় তথা রামাদানেই সাওম পালন করা সম্ভব হল, কেননা অন্য সময়ের মর্যাদা রামাদানের অনুরূপ নয়।

খ. যদি সফরের কারণে সাওম ভঙ্গ করা মুসাফিরের জন্য আরামদায়ক ও সহজ হয়, আর সাওম কষ্টকর হয় তবে সাওম ভঙ্গ করাই উত্তম, কেননা এক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত সহজতা গ্রহণ করাই ভাল।

---

[৬৩] বুখারী(১৯৪৫), মুসলিম(১১২২)।
[৬৪] মুসলিম(১১২১)।

www.bjilibrary.com

গ. যদি সফরের কারণে মুসাফিরের সাওম পালনে অত্যধিক কষ্ট হয়, তবে সাওম পালন করা তার জন্য নিষিদ্ধ। এর সপক্ষে দলীল নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ " . وفي رواية " فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فشرب

জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের বছর রামাদানে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং সাওম পালন করেন, অবশেষে তিনি 'কুরা আল-গামীম' নামক স্থানে পৌঁছালেন, আর লোকেরাও সাওম পালন করছিল, এরপর তিনি পানির একটি পাত্র আনতে বললেন এবং তা উঁচু করে ধরলেন যেন লোকেরা তা দেখতে পায়, এরপর পান করলেন। পরবর্তীতে তাঁকে বলা হল যে কিছু লোক সাওম পালন করেছে, তিনি বললেন: "ওরাই অবাধ্য, ওরাই অবাধ্য।" এক বর্ণনায় এসেছে: তাঁকে বলা হল যে লোকেদের জন্য সিয়াম কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, আপনি কি করেন, তারা তার অপেক্ষায় আছে, ফলে তিনি আসরের পর একটি পানির পাত্র আনতে বললেন এবং পান করলেন।"[৬৫]

[৬৫] মুসলিম(১১১৪)।

www.bjilibrary.com

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

জাবির বিন আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরে থাকা অবস্থায় লোকেদের ভিড় দেখলেন এবং একজন লোক দেখলেন যার ওপর ছায়া দিয়ে রাখা হয়েছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এটা কি?" তারা বলল: "সাওম পালনকারী" তিনি বললেন: "সফরে সাওম পালন কোন উত্তম কাজ নয়[৬৬]।"[৬৭]

মাসআলা ২.১.২.১: মুসাফিরের জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ, যদিও বা সফর আরামদায়ক কিংবা সংক্ষিপ্ত হয়, তবে শর্ত হচ্ছে সেই ভ্রমণ এমন হতে হবে যাকে মানুষ সফর বলে।[৬৮]

---

[৬৬] অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় এত কষ্ট করে সাওম পালন করা কোন ভাল কাজ নয়, বরং এক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ করাই কর্তব্য।

[৬৭] বুখারী(১৯৪৬), মুসলিম(১১১৫)।

[৬৮] এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সালাত সংক্ষিপ্ত করা কিংবা সাওম ভঙ্গ করা জাতীয় সুবিধাদি কোন সফরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ এর **"দূরত্ব বা সময়ের পরিমাণ কি?"** এর জবাবে সঠিক মত হচ্ছে এই যে যাকে প্রথাগতভাবে সফর বলা যায়, সেটাই সফর হিসেবে গণ্য হবে, কেননা এর দূরত্ব কিংবা সময়কালের ব্যাপারে শরীয়তে কোন সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। আর এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হল: **শরীয়তে উল্লেখিত কোন বিষয়ের সংজ্ঞা যদি শরীয়তে নির্ধারণ করে দেয়া না হয়, আর ভাষাগতভাবেও তার কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকে, তবে তার সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে প্রথা অনুযায়ী।** যেমন: শরীয়তে সফরের উল্লেখ এসেছে কিন্তু এর জন্য কোন দূরত্ব বা সময় নির্ধারিত হয়নি, আর ভাষাগত দিক থেকেও "সফর" এর কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব কিংবা সময় নির্ধারিত নেই, আর তাই প্রচলিত প্রথায় যাকে সফর হিসেবে উল্লেখ করা যায়, সেটাই সফর বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে সাহাবীগণের নিকট থেকে যে দূরত্ব কিংবা সময়ের সীমার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাকে তৎকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য সফরের প্রচলিত সংজ্ঞা হিসেবে গণ্য করতে হবে, বর্তমানেও সফরের প্রচলিত সংজ্ঞা একই হবে - এমন কোন কথা নেই।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ২.১.২.২: মুসাফির সাওম ভঙ্গ করতে পারবে নিজ এলাকা থেকে বের হওয়ার পর, কেননা এর পূর্বের অবস্থাকে সফর বলা যায় না। সালাত সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি প্লেনে বিদেশ ভ্রমণ করে, তবে প্লেন আকাশে ওড়ার পর সে সাওম ভঙ্গ করবে, দিনের শুরু থেকেই নয়।

২.২ হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারী

এ অবস্থায় নারীর জন্য সাওম পালন করা বৈধ নয়, এবং সাওম পালন করলে তা আদায় হবে না, বরং তাকে সাওম পালন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে। হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.

মুয়াযা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমি আয়শাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলাম যে হায়েয অবস্থায় নারীর বিষয়টি কেমন যে সে সাওমের কাযা আদায় করে কিন্তু সালাতের কাযা আদায় করে না?" তিনি [আয়শা (রা.)] বললেন "তুমি কি 'হারুরিয়্যা'[৬৯]?" আমি বললাম: "'হারুরিয়্যা' নই, তবে জানতে চাচ্ছি।" তিনি [আয়শা (রা.)] বললেন: "আমাদেরও তা হত, ফলে আমাদেরকে সাওমের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হত, আর সালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হত না।"[৭০]

---

[৬৯] খারিজীদের একটি দল, তারা হায়েয আক্রান্ত নারীদেরকে সালাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দিত।

[৭০] বুখারী(৩২১), মুসলিম(৩৩৫)।

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

"...অথবা প্রতি মিসকীনের জন্য অর্ধেক সা' হিসেবে ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও।"[৭৭]

মাসআলা ২.৪.২: বার্ধক্যের কারণে অক্ষম কিংবা আরোগ্যের আশাহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে তার অপর কোন দায়িত্ব নেই এবং তাকে পরবর্তীতেও আর কিছু করতে হবে না।

মাসআলা ২.৪.৩: একজন ব্যক্তিকে ৩০টি সাওমের ফিদয়া দেয়া যাবে।

মাসআলা ২.৪.৪: ফিদয়া অগ্রিম দেয়া যাবে না, কেননা অগ্রিম ফিদয়া দেয়া ওয়াক্তের পূর্বে ইবাদত পালনের মত - যা কিনা বিশুদ্ধ নয়।

২.৫ ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা

পূর্বোল্লিখিত ওজরগুলোর কোনটি ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম পরিত্যাগ করা অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ এবং এই পাপকাজ সম্পাদনকারীকে খাঁটি মনে আল্লাহর নিকট তওবা করতে হবে। যদি সে সাওম শুরুই না করে, তবে তার কোন কাযা নেই, কেননা সাওম নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ইবাদত, সেই সময় অতিক্রান্ত হলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি কেউ ফরয সাওম শুরু করে বিনা কারণে তা ভেঙ্গে ফেলে তবে তওবার পাশাপাশি তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে, কেননা ফরয ইবাদত শুরু করলে তা পূর্ণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, তাই এক্ষেত্রে তা মানতের মত, যা পূরণ করতে মানতকারী বাধ্য।

---

[৭৭] বুখারী(১৮১৬), মুসলিম(১২০১)।

www.bjilibrary.com

আর এজন্যই রামাদানের দিবসে স্ত্রীর সাথে মিলিত ব্যক্তিকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাফফারা দেয়ার পাশাপাশি কাযা আদায়ের নির্দেশও দিয়েছিলেন:

صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

"তার পরিবর্তে একদিন সাওম পালন কর।"[৭৮]

মাসআলা ২.৫.১: কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সংগমের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাওম ভঙ্গ করে, তবে কাযার পাশাপাশি তাকে কাফফারা দিতে হবে। এর বিবরণ সামনে আসছে।

মাসআলা ২.৫.২: যার ওপর রামাদানের সাওম বাধ্যতামূলক অথচ সে কোন কারণে ইফতার করে ফেলল, জানা বা স্মরণ হওয়া মাত্র তাকে বিরত হতে হবে - এটা প্রায় সকল আলেমের মত। যেমন:

❖ বিনা ওজরে সাওম ভঙ্গকারী। তার সাওম ভঙ্গ হলেও বাকী দিন পানাহার থেকে বিরত থাকা তার জন্য বাধ্যতামূলক এবং পরবর্তীতে কাযা আদায়ও বাধ্যতামূলক।

❖ যে ফজর হয়নি ভেবে খাওয়া চালিয়ে গিয়েছে। সে ফজর হয়েছে জানা মাত্র তাকে বিরত হতে হবে এবং তার সাওম হয়ে যাবে।

❖ যে সূর্যাস্ত হয়েছে ভেবে ইফতার করে ফেলেছে। সে সূর্যাস্ত হয়নি জানামাত্র বিরত হবে এবং তার সাওম হয়ে যাবে।

❖ যে দিনের বেলায় রামাদান শুরুর সংবাদ পেয়েছে। সে সংবাদ পাওয়া মাত্র বিরত হবে, কেননা তা রামাদানের একটি দিন। আর পরবর্তীতে তাকে কাযা করতে হবে, কেননা ঐদিনের শুরু থেকে তার সাওমের নিয়ত ছিল না।

---

[৭৮] ইবনে মাজাহ(১৬৭১)। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

২.৩ কাযা আদায়ের সময়

পরবর্তী রামাদানের পূর্বেই পূর্ববর্তী রামাদানের কাযা আদায় করতে হবে, কেননা বিনা ওজরে একটি ফরযকে পরবর্তী ফরযের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করা বৈধ নয়। এছাড়া হাদীসে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ

"আমার ওপর রামাদনের সাওম থাকা সত্ত্বেও আমি শাবান ছাড়া তার কাযা আদায় করতে পারতাম না।"[৭৯] কেননা তিনি নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেদমতে নিয়জিত থাকতেন, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

"স্বামী উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য সাওম পালন জায়েয নয়।"[৮০] কেননা এক্ষেত্রে স্বামীর উপভোগের জন্য প্রস্তুত থাকা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব যা নফল সাওমের ওপর প্রাধান্য পাবে। আর যদি সেই সাওম রামাদানের কাযা হয়, তবে পরবর্তী রামাদানের পূর্ব পর্যন্ত তা আদায়ের সুযোগ থাকায় এক্ষেত্রেও স্বামীর প্রয়োজন প্রাধান্য পাবে। তবে রামাদানের সাওমের ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীস প্রযোজ্য নয়।

যদি কোন ব্যক্তির কাযা আদায়ের পূর্বেই পরবর্তী রামাদান চলে আসে, তবে প্রত্যেক সাওমের সাথে একজন করে মিসকীন খাওয়াতে হবে: ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা.) এমন

---

[৭৯] বুখারী(৫১৯৫), মুসলিম(১০২৬)।

[৮০] বুখারী(১৯৫০), মুসলিম(১১৪৬)।

www.bjilibrary.com

নির্দেশ দিতেন বলে বর্ণিত আছে।[৮১] তবে তাঁদের এ নির্দেশ এ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতের বাহ্যিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় এবং এই মতের সপক্ষে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় ধরতে হবে যে তাঁরা এরূপ ব্যক্তির ওপর কঠোরতা আরোপ করার জন্য নিজস্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আর তাই সাওমের সাথে মিসকীন খাওয়ানোর বিষয়টিকে ওয়াজিব বলা যায় না।

মাসআলা ২.৬.১: কাযা সাওম আদায়ের পূর্বে নফল সাওম পালন করা জায়েয।

মাসআলা ২.৬.২: কেউ যদি গ্রহণযোগ্য কোন কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে কিছু করতে হবে না, কেননা সামর্থ্য না থাকলে কোন বিধানের বাধ্যবাধকতা অপসৃত হয়।

মাসআলা ২.৬.৩: কেউ যদি অবহেলার কারণে কাযা আদায়ের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য তার পক্ষ থেকে সাওম পালন করা মুস্তাহাব, কেননা নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"পালনীয় সিয়াম রেখে যে মারা গেল, তার ওলী[৮২] তার পক্ষে সাওম পালন করবে।"[৮৩]

উত্তরাধিকারী ছাড়া অন্য কেউ সাওম পালন করলেও তা আদায় হবে।

---

[৮১] আব্দুর রাযযাক, দারাকুতনী, বায়হাকী এ সংক্রান্ত বর্ণনা সহীহ সনদে লিপিবদ্ধ করেছেন।

[৮২] এখানে ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী।

[৮৩] বুখারী(১৯৫২), মুসলিম(১১৪৭)।

www.bjilibrary.com

অধ্যায় ৩:
সাওম ভঙ্গকারী বিষয়

৩.১ পানাহার

স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পানাহারের ফলে সাওম ভঙ্গ হয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"...আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।..."[৮৪]

মাসআলা ৩.১.১: ধূমপানও পানের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে ধূমপান সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

মাসআলা ৩.১.২: নাকের ছিদ্র দিয়ে কোন কিছু গলায় কিংবা পাকস্থলীতে পৌঁছালে সাওম ভঙ্গ হয়, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৮৪] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

www.bjilibrary.com

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

"ওযু পরিপূর্ণ কর, আঙ্গুলের মাঝে খিলাল কর এবং রোযাদার না হলে নাকে বেশী করে পানি টেনে নাও।"[৮৫]

অতএব নাকের ড্রপ ব্যবহার করার ফলে তা গলায় বা পাকস্থলীতে পৌঁছালে সাওম ভঙ্গ হবে। তাই রোযাদারের জন্য নাকের ড্রপ ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে যদি তা সামান্য হয় যা গলায় পৌঁছায় না এবং তা ব্যবহার না করা রোযাদারের জন্য কষ্টের কারণ হয়, তবে তা ব্যবহার করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে তা মুখে পৌঁছুলে গেলা যাবে না, যদি গিলে ফেলে, তবে সাওম ভঙ্গ হবে এবং কাযা বাধ্যতামূলক হবে।

মাসআলা ৩.১.৩: যদি জানা থাকে যে নাকের ড্রপ গলায় পৌঁছাবে, তবে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যদি তার অসুস্থতা এমন পর্যায়ের হয় যে তার জন্য সাওম ভঙ্গ করা বৈধ, তবে সে সাওম ভঙ্গ করে ঐ ড্রপ ব্যবহার করতে পারবে এবং পরবর্তীতে কাযা আদায় করবে।

যে সমস্ত কাজের দ্বারা পানাহারের উদ্দেশ্য সাধিত হয়, অর্থাৎ যা পানাহারের বিকল্প - সে কাজগুলোও সাওম ভঙ্গকারী। এর কিছু উদাহরণ হল:

ক. ইনজেকশনের মাধ্যমে শক্তিবর্ধক কিছু প্রবেশ করানো।

খ. রক্ত গ্রহণ করা।

গ. কিডনী ডায়ালাইসিসের সময় রক্ত পরিবর্তন কিংবা রক্তে শক্তিবর্ধক কোন বস্তু যুক্ত করা। তবে কিডনী ডায়ালাইসিসের সময় যদি শুধুমাত্র রক্তকে পরিষ্কার করা হয় এবং এতে শক্তিবর্ধক দ্রব্য কিংবা নতুন রক্ত যোগ করা না হয়, তবে সাওম ভঙ্গ হবে না।

---

[৮৫] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

নীচের বিষয়গুলো সাওম ভঙ্গকারী নয়:

ক. চোখ বা কানের ড্রপ।

খ. লজ্জাস্থান দিয়ে দেহে কোন কিছু প্রবেশ করানো [যেমন: সাপোজিটরী]। তবে তা শক্তিবর্ধক হলে সাওম ভঙ্গ হবে।

গ. ইনহেলার বা অক্সিজেন গ্রহণ। এর বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে ইনশাআল্লাহ।

ঘ. মিসওয়াক, টুথব্রাশ বা পেস্ট ব্যবহার অথবা দাঁত ফিলিং করা। তবে এক্ষেত্রে কোন কিছু গলাধঃকরণ পরিহার করতে হবে।

ঙ. দেহের কোন অংশে ক্যাথেটার কিংবা ক্যামেরা প্রবেশ করানো, যদিও বা তা মুখ দিয়েও হয়। কেননা তা পানাহার কিংবা এর বিকল্প কিছু নয়।

চ. ক্রীম, তেল, মেকআপ, লিপস্টিক, ঠোঁট আদ্রকারী দ্রব্য, সুগন্ধী ইত্যাদির ব্যবহার।

ছ. মুখের লালা কিংবা সর্দি গিলে ফেলা।

জ. কিছু বক্ষব্যাধির ঔষধ আছে যা জিহ্বার নিচে রাখা হয়, এই ধরনের ঔষধের কোন অংশ গিলে না ফেললে তা মুখে রাখা সাওম ভঙ্গকারী নয়।

ঝ. কুলি করা, গোসল করা যদিও বা শুধুমাত্র আরামের উদ্দেশ্যে হয়, সাঁতার কাটা ও পানিতে ডুব দেয়া - তবে এর কোনটির ক্ষেত্রে পানি পেটে প্রবেশ করার আশংকা হলে তা বৈধ নয়।

মাসআলা ৩.১.৪: প্রয়োজনে জিহ্বায় স্পর্শ করিয়ে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা জায়েয। যেমন: বাবুর্চির জন্য, কিংবা মা যদি শিশুর খাবার চিবিয়ে নরম করে দিতে চায়। তবে খাদ্যের কোন অংশ গেলা যাবে না।

মাসআলা ৩.১.৫: সাওম অবস্থায় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত করা মাকরূহ। তবে কেউ যদি তা করে এবং অনিচ্ছায় পানি পেটে চলে যায়, তবে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করেনি। তেমনি গোসল, সাঁতার কিংবা ডুব দেয়ার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে পেটে পানি চলে গেলেও সাওম ভঙ্গ হবে না।

www.bjilibrary.com

৩.১.৬ অ্যাজমা, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের জন্য ব্যবহৃত কতিপয় চিকিৎসা ও তার বিধান

ক. চাপের মাধ্যমে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গতকারী ইনহেলার: এর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় না, কেননা তা গ্রহণ করা পানাহার কিংবা এর বিকল্প নয়, এছাড়া ইনহেলারে ব্যবহৃত দ্রব্যের কোন অংশ পাকস্থলীতে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত নয়, এক্ষেত্রে সন্দেহের দ্বারা নিশ্চিন্ততা বাতিল হবে না, আর এক্ষেত্রে সাওমের বিষয়টি নিশ্চিত। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে এই দ্রব্যের কিছু অংশ পাকস্থলীতে পৌঁছে থাকতে পারে, তবে তা এত সামান্য যে তা উপেক্ষার যোগ্য, যেমনিভাবে কুলি করার পর অবশিষ্ট পানি কিংবা মিসওয়াকে বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান উপেক্ষার যোগ্য।

খ. অক্সিজেন গ্রহণ: অক্সিজেন গ্রহণ পানাহার নয়, পানাহারের বিকল্পও নয়, অতএব তা সাওম ভঙ্গকারী নয়।

গ. ক্যাপসুল চূর্ণকারী ইনহেলার: এ ধরনের ইনহেলার সাওম ভঙ্গকারী, কেননা এই ক্যাপসুলের চূর্ণ পাকস্থলীতে পৌঁছুতে পারে।

ঘ. নেবুলাইজার: নেবুলাইজার ব্যবহারে স্যালাইনের সূক্ষ্ম বাষ্প পেটে পৌঁছানো প্রায় নিশ্চিত যা প্রতিহত করা রোগীর পক্ষে সম্ভব নয়, আর তাই নেবুলাইজার ব্যবহারে সাওম ভঙ্গ হবে।

৩.২. বমি

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

"যার বমি হয়ে যায় তারা কাযা করতে হবে না, আর যে বমির উদ্রেক করল, তার কাযা করতে হবে।"[৮৬]

---

[৮৬] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আহমদ, বুখারী, তিরমিযী, ইবনুল কায়্যিম (র.) প্রমুখের মতে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। আবার ইবুন হিব্বান, হাকিম, যাহাবী (র.) প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। আলবানীর মতেও হাদীসটি সহীহ।

অতএব এই হাদীস অনুযায়ী কেউ যদি গলায় আঙ্গুল দিয়ে কিংবা পেট চেপে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্গন্ধ নিয়ে অথবা নোংরা কিছুর দিকে তাকিয়ে বমি করে, তবে তার সাওম ভঙ্গ হবে, বমি অল্প হোক বা অধিক হোক। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমির ক্ষেত্রে সাওম ভঙ্গ হবে না।

মাসআলা ৩.২.১: যদি কারও বমি আসে, তবে সে নিজেকে বিরত করার চেষ্টা করবে না, কেননা তা তার জন্য ক্ষতিকর।

৩.৩ দৈহিক সম্পর্ক

দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা সাওম ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়। এছাড়া তাকে এই গর্হিত কাজের জন্য তওবা করতে হবে। এই কাফফারার বর্ণনা এসেছে নিম্নলিখিত হাদীসে:

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا

www.bjilibrary.com

بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে বসা ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমি ধ্বংস হয়েছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমার কি হয়েছে? সে বলল: রোযাদার অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি। অত:পর আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: [মুক্ত করার মত] তোমার কি কোন দাস আছে? সে বলল: না। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে কি একটানা দুমাস রোযা রাখতে পারবে? সে বলল: না। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তবে কি ষাটজন মিসকীন খাওয়াতে পারবে? সে বলল: না। তিনি [আবু হুরায়রা (রা.)] বললেন: এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সময় পার করলেন, আমরা এভাবে থাকা অবস্থাতেই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি আনা হল, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: প্রশ্নকারী কোথায়? সে বলল: আমি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন এটা নাও, এ দিয়ে সাদাকা কর। অত:পর লোকটি বলল: "আমার চেয়েও দরিদ্র কাউকে হে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহর শপথ এর দুই লাভা-ভূমির মাঝে[৮৭] আমার ঘরওয়ালাদের চেয়ে দরিদ্র কোন ঘরওয়ালা নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেসে উঠলেন, এমনকি তাঁর শ্বদন্ত প্রকাশ পেল, এরপর বললেন: তোমার পরিবারকেই তা খাওয়াও।[৮৮]

---

[৮৭] অর্থাৎ মদীনায়, কেননা মদীনা দুই লাভাভূমির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

[৮৮] বুখারী(১৯৩৬) ও মুসলিম(১১১১)।

www.bjilibrary.com

অতএব রোযাদার যদি রামাদানে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় তবে তার কাফফারা হল:

- ❖ দাস[৮৯] মুক্ত করা,
- ❖ তা সম্ভব না হলে টানা ২মাস সাওম পালন করা,
- ❖ তা সম্ভব না হলে[৯০] ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানো।[৯১]
- ❖ যদি মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে, তবে কিছুই করতে হবে না এবং পরবর্তীতে সামর্থ্য হলেও তা আদায় করতে হবে না।

কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا

"আল্লাহ কাউকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান না।"[৯২]

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর..."[৯৩]

এছাড়া শরীয়তের একটি মূলনীতি হল: **কোন বিষয় অক্ষমতার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক থাকে না।**

আর হাদীসে বর্ণিত ব্যক্তি ৬০ জন মিসকীন খাওয়ানোর অপারগতা প্রকাশের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আর কোন নির্দেশ দেননি। আর হাদীসের শেষে যে সাদাকার বিবরণ

---

[৮৯] এই দাসকে মুমিন হতে হবে, কেননা আল কুরআনের অন্যত্র যে দাসকে মুক্ত করতে হবে, তাকে মুমিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া মুয়াবিয়া ইবনে আল-হাকাম(রা.) রাগান্বিত হয়ে এক দাসীকে আঘাত করার পর তাকে মুক্ত করে দিতে চাইলে আল্লাহর রাসূলের(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে প্রশ্ন করে যাচাই করে নেন যে সে মুমিন কিনা। দেখুন: মুসলিম(৫৩৭)।

[৯০] যে রামাদানের সাওম পালনে সক্ষম, তাকে টানা ২মাস সাওম পালনে সক্ষম ধরা হবে। তবে কেউ নিজেকে অক্ষম বলে দাবী করলে মুফতী তার দাবী মেনে নেবেন এবং তাকে ৬০ জন্য মিসকীন খাওয়াতে বলবেন।

[৯১] এর সপক্ষে দলীল হল সহীহ আল-বুখারী(১৯৩৬) মুসলিমে(১১১১) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস।

[৯২] সূরা আত তালাক, ৬৫ : ৭।

[৯৩] সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৬।

www.bjilibrary.com

এসেছে, তা স্পষ্টতই কাফফারা নয়, কেননা ঐ ব্যক্তির পরিবারের সদস্য নিশ্চয়ই ৬০ নয়।

মাসআলা ৩.৩.১: কাফফারার সাথে কাযাও আদায় করতে হবে কেননা ইবনে মাজার বর্ণনায় এসেছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কাফফারা দেয়ার পাশাপাশি কাযা আদায়েরও নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন:

صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ

"তার পরিবর্তে একদিন সাওম পালন কর।"[১৪]

মাসআলা ৩.৩.২: যদি এই কাজে স্ত্রীর সম্মতি থাকে, তবে উভয়ের ওপর কাফফারা ও কাযা বাধ্যতামূলক হবে, কেননা এক্ষেত্রে মূলনীতি হল: সাধারণভাবে শরীয়তের সকল বিধানে পুরুষ ও নারী উভয়েই শামিল, যদিও বা সেই বিধানের বর্ণনা কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে এসে থাকে। তবে কোন বিধান কেবল পুরুষ বা কেবল নারীর জন্য প্রযোজ্য বলে প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা। যদি এই কাজ স্ত্রীর পক্ষ থেকে বাধা সত্ত্বেও জোরপূর্বক করা হয়, তবে স্ত্রীর রোযা ভঙ্গ হবে না, স্ত্রীকে কাযা বা কাফফারা কোনটাই আদায় করতে হবে না। কেননা কোন বিষয় সাওম ভঙ্গকারী তখনই হবে যখন তা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে করা হবে। এই শর্তগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা ৩.৩.৩: মিসকীন খাওয়ানোর সংজ্ঞা ইতিপূর্বে বর্ণিত ফিদয়ার মতই, তবে পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে ৬০ জন স্বতন্ত্র মিসকীনকে খাওয়াতে হবে, ১ জন ব্যক্তিকে একাধিক জনের ফিদয়া দেয়া যাবে না, কেননা এক্ষেত্রে হাদীসে "৬০" সংখ্যাটির উল্লেখ এসেছে।

মাসআলা ৩.৩.৪: সাওম একটানা দুমাস পালন করতে হবে, মাঝখানে ছেদ পড়লে নতুন করে শুরু করতে হবে। তবে যে সমস্ত

---

[১৪] ইবনে মাজাহ(১৬৭১)। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

ওজরে বা কারণে রামাদানের সাওম ভঙ্গ করা বৈধ হয়, সে সমস্ত কারণে একটানা দুমাস সাওমের মাঝে ছেদ পড়লে অসুবিধা নেই। এধরনের ওজরের বিবরণ ইতিপূর্বেই গত হয়েছে।[৯৫] তেমনি টানা দুমাসের মাঝে ঈদের দিন কিংবা আইয়ামে তাশরীক পড়ে গেলে সেই দিন গুলো বাদ দিতে হবে এবং দুমাস হওয়ার ঠিক পরপরই সেই কয়দিনের সাওম পালন করতে হবে। কেননা ঐ দিনগুলোতে সাওম পালন নিষিদ্ধ, যার বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

মাসআলা ৩.৩.৫: একটানা দুমাস গণনা করতে হবে চান্দ্র মাসের হিসেবে। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি শাওয়ালের ৫ তারিখে সাওম শুরু করে, তবে তাকে বাকী শাওয়াল, সম্পূর্ণ যুল কা'দা এবং যুল হিজ্জাহ মাসের ৪ তারিখ পর্যন্ত সাওম পালন করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে ২ মাসে ৫৮ দিনও হতে পারে।

৩.৪ বীর্যপাত

কারও যদি নিজস্ব ক্রিয়া কিংবা স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটে, তবে তার সাওম ভঙ্গ হবে। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ

"সে আমার জন্য খাদ্য, পানীয় ও কামনা পরিত্যাগ করে, সিয়াম আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব।"[৯৬]

এখানে 'শাহওয়া'(شَهْوَة) বা কামনার মাঝে বীর্যপাত অন্তর্ভুক্ত, কেননা অপর হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

---

[৯৫] তবে কেবল সাওম ভঙ্গ করার জন্যই যদি সফর করে, তবে তা ওজর হিসেবে গণ্য হবে না।

[৯৬] বুখারী(১৮৯৪), মুসলিম(১১৫১)।

www.bjilibrary.com

...وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ »

"...তোমাদের কারও স্ত্রী-সহবাসে সাদাকা রয়েছে" তাঁরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কেউ যখন তার কামনা পূর্ণ করে, তখন তার সওয়াব হয়?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে যদি সে তা নিষিদ্ধ স্থানে রাখত, তবে কি তার গুনাহ হত না? তেমনি যদি সে তা হালাল স্থানে রাখে, তবে তার সওয়াব হবে।"[৯৭]

এই হাদীসে 'শাহওয়া'(شَـهْوَة) বা কামনাকে 'রাখার' কথা বলা হয়েছে, আর যা রাখা হয়, তা হল বীর্য, ফলে তা 'শাহওয়া' শব্দের অন্তর্গত।

মাসআলা ৩.৪.১: শুধুমাত্র চিন্তার কারণে বীর্যপাত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মাতের লোকদের অন্তরসমূহের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে কিংবা ব্যক্ত করে।"[৯৮]

মাসআলা ৩.৪.২: দৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে, অর্থাৎ চিন্তার মতই শুধুমাত্র দৃষ্টিপাতের দ্বারা বীর্যপাত ঘটলে সাওম

[৯৭] মুসলিম(১০০৬)।
[৯৮] বুখারী(৫২৬৯), মুসলিম(১২৭)।

www.bjilibrary.com

ভঙ্গ হবে না। স্বপ্নদোষের কারণে বীর্যপাত হলেও সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা অনিচ্ছাকৃত।

মাসআলা ৩.৪.৩: মযী[৯৯] নির্গত হলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা মযীর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হওয়ার সপক্ষে দলীল নেই, আর তা বীর্যের সাথে তুলনীয় নয়।

৩.৪.৪ সাওম অবস্থায় চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদির বিধান

কোন ব্যক্তি বীর্যপাত না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তার জন্য সাওম অবস্থায় স্ত্রী/স্বামীকে চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি জায়েয, নতুবা তা জায়েয নয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

"নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদার থাকা অবস্থায় চুম্বন ও স্পর্শ করতেন, আর তিনি তোমাদের মধ্যে নিজের কামনাকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারী।"[১০০]

তবে বীর্যপাত হয়ে গেলে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিতে হবে।

৩.৫ রক্তপাত বা রক্ত-নির্গমন

নবীর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে দেহের কোন অংশ কেটে বা চিরে সেখান থেকে রক্ত বের করে নেয়ার মাধ্যমে চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যাকে আরবীতে "হিজামাহ"(حجامة) বলা হয়।

---

[৯৯] উত্তেজনার কারণে যে পাতলা, আঠালো তরল নির্গত হয়।

[১০০] বুখারী(১৯২৭), মুসলিম(১১০৬)।

www.bjilibrary.com

যিনি রক্ত বের করেন, তাকে বলা হয় 'হাজিম'(حَاجِم), আর যার দেহ থেকে রক্ত নির্গত করা হয়, তাকে বলা হয় 'মাহজুম'(مَحْجُوم)। সে যুগে রক্ত নির্গমনের স্থানে শোষণকারী কোন বস্তু লাগিয়ে সাধারণত মুখ দিয়ে টেনে রক্ত বের করা হত। সাওম অবস্থায় "হিজামা" সম্পর্কে নিম্নলিখিত হাদীসগুলো পাওয়া যায়:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় রক্ত-নির্গমন করিয়েছেন এবং রোযাদার অবস্থায় রক্ত নির্গমন করিয়েছেন।"[১০১]

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ

আনাস বিন মালিককে (রা.) প্রশ্ন করা হয়েছিল: "আপনারা কি সাওম পালনকারীর রক্ত নির্গমনকে অপছন্দ করতেন?" তিনি বলেন: "না তবে সে দুর্বল হয়ে পড়বে এজন্য।"[১০২]

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "'হাজিম' এবং 'মাহজুম' উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]"[১০৩]

---

[১০১] বুখারী(১৯৩৮)।

[১০২] বুখারী(১৯৪০)।

[১০৩] আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

রক্ত-নির্গমন সংক্রান্ত এই বিবিধ হাদীস থাকার কারণে এবং এগুলোর সহীহ্ বা দুর্বল হওয়া নিয়ে মতভেদের কারণে এই বিধান সম্পর্কে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে:

জমহুর তথা অধিকাংশের মতে 'হিজামাহ' এর কারণে সাওম ভঙ্গ হয় না। আর ইমাম আহমদের (র.) মতে 'হিজামাহ' এর কারণে সাওম ভঙ্গ হয়।

উপরোক্ত সবগুলো হাদীসকে সহীহ ধরে নিয়ে এদের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। আনাসের (রা.) বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে সাওম অবস্থায় 'হিজামাহ' অপছন্দ করার কারণ এই যে এতে করে শরীর দুর্বল হয়ে পড়বে। আর তাই **"'হাজিম' এবং 'মাহজুম' উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]"** বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বোঝাতে চেয়েছেন যে শীঘ্রই তাদের সাওম ভেঙ্গে যাবে: 'মাহজুম' এর ক্ষেত্রে রক্ত নির্গমনে সৃষ্ট দুর্বলতার কারণে, আর 'হাজিম' এর ক্ষেত্রে রক্ত-শোষণের সময় গলায় কিছু চলে যাওয়ার কারণে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরও বর্ণিত যে:

نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণের প্রতি যত্নের কারণে 'হিজামাহ' এবং একটানা [ইফতার না করে] সাওম পালন করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু তা হারাম করেননি।[১০৪]

সিদ্ধান্ত: তাই বলা যায় যে শুধুমাত্র রক্ত-নির্গমনের দ্বারা সাওম ভঙ্গ হবে না, তা অল্প হোক বা অধিক হোক।

মাসআলা ৩.৫.১: একই বিধান প্রযোজ্য হবে বর্তমান যুগে রক্ত-পরীক্ষা বা রক্তদানের ক্ষেত্রে।

---

[১০৪] আহমদ, আবু দাউদ ও অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ৩.৫.২ : রোযাদার রক্ত দান করতে পারবে কি?
যদি রক্তদানের ফলে তার দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে, তবে সে ইফতারের পরে রক্তদান করবে। আর যদি রোগীকে তৎক্ষণাৎ রক্তদান করা জরুরী হয়, তবে সে রক্তদান করবে এবং শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পানাহারের প্রয়োজন হলে সাওম ভঙ্গ করবে আর পরবর্তীতে এই সাওমের কাযা আদায় করে নেবে।

৩.৬ সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গের শর্ত

সাওম ভঙ্গকারী বিষয়গুলোর দ্বারা সাওম ভঙ্গ হওয়ার ৩টি শর্ত রয়েছে:
১. ইচ্ছাকৃতভাবে তা করা।
২. সচেতনভাবে অর্থাৎ স্মরণ থাকা অবস্থায় তা করা।
৩. এ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা।
অর্থাৎ সংক্ষেপে এই তিনিটি শর্ত হল সংকল্প, সচেতনতা ও জ্ঞান।

এই শর্তগুলোর সপক্ষে দলীল হল:
আল্লাহর বাণী:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।"[১০৫]

[১০৫] সূরা আল আহযাব, ৩৩ : ৫।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরীর দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর ঈমানের ওপর অটল।"[১০৬]

এই আয়াতটিতে জবরদস্তির ক্ষেত্রে কুফরী কথা বা কাজকে পর্যন্ত ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, আর কুফরের চেয়ে ছোট কিছুর ক্ষেত্রে তো তা অধিকতর প্রযোজ্য।

আল্লাহ পাক আরও বলেন:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا

"হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"[১০৭]
এর জবাবে আল্লাহ পাক বলেন: "আমি করলাম।"[১০৮]

---

১০৬ সূরা আন নাহল, ১৬ : ১০৬।
১০৭ সূরা আল বাকারা, ২ : ২৮৬।
১০৮ মুসলিম(১২৬)। অর্থাৎ এই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

www.bjilibrary.com

হাদীসে বর্ণিত, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إن الله تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان وما استكرهوا عليه

"নিশ্চয়ই আল্লাহর আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ক্রটি, ভুল ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে - তা ক্ষমা করেছেন।"[১০৯]

এছাড়া সাওম প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্টভাবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"রোযাদার অবস্থায় যে ভুলে গেল, ফলে পানাহার করল, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[১১০]

অতএব এই তিনটি শর্তের কোন একটি অপূর্ণ থাকলে সাওম ভঙ্গ হবে না। যেমন অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ঘটলে, কিংবা কেউ বাধ্য করলে, কিংবা ভুলে গেলে অথবা জানা না থাকলে। আবার জানা না থাকা দুপ্রকার হতে পারে: ১) শরীয়তের বিধান জানা না থাকা, ২) অবস্থা সম্পর্কে না জানা, যেমন: প্রকৃতপক্ষে সূর্যাস্ত হয়নি - একথা না জানা।

কতিপয় উদাহরণ:

ক. কোন ব্যক্তি যদি জোরপূর্বক রোযাদার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রী বাধা প্রদান করেও ব্যর্থ হয়, তবে স্ত্রীর সাওম ভঙ্গ হবে না। তেমনি কোন ব্যক্তিকে ভয় দেখিয়ে সাওম ভঙ্গকারী কোন কাজ করতে বাধ্য করলেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

---

১০৯ ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। হাদীসটি দুর্বল, তবে আল-কুরআন ও সুন্নাতে এর বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

১১০ বুখারী(১৯৩৩), মুসলিম(১১৫৫)।

www.bjilibrary.com

খ. উড়ে এসে কারও মুখ দিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু পেটে চলে গেলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

গ. আল্লাহ পাক বলেন:

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা সুতা কাল সুতা থেকে স্পষ্ট হয়।"[১১১]

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে একজন সাহাবী তাঁর বালিশের নীচে এক টুকরো কালো ও এক টুকরো সাদা – দুই টুকরো সুতা রাখলেন এবং সঠিকভাবে উষালগ্ন নির্ধারণ করতে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যে তিনি এই দুই টুকরো সুতার পার্থক্য করতে পারছেন কিনা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরে তা জানতে পেরে ব্যাখ্যা করলেন যে এই আয়াতে উষার দিগন্তের শুভ্র আভা থেকে রাত্রির অন্ধকারের কৃষ্ণতার পার্থক্য করার কথা বলা হচ্ছে।[১১২]

এই সাহাবী শরীয়তের বিধান বুঝতে ভুল করেছিলেন ফলে তিনি এ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, আর তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে ফজর হওয়ার পরেও অজ্ঞতাবশত পানাহার করেছেন অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে সাওম কাযা করার নির্দেশ দেননি।

---

[১১১] সূরা আল বাক্বারা, ২ : ১৮৭।

[১১২] হাদীসটি বুখারী(১৯১৬), মুসলিম(১০৯১) প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

www.bjilibrary.com

ঘ. হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: "নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেঘের দিনে আমরা ইফতার করলাম, অত:পর সূর্য উদিত হল।"[১১৩]

এক্ষেত্রেও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওমের কাযা আদায় করতে বলেছেন বলে জানা যায় না, যদি তিনি কাযা আদায়ের নির্দেশ দিতেন, তবে নিশ্চয়ই তা হাদীসের মাধ্যমে সংরক্ষিত হত, কিন্তু এক্ষেত্রে হাদীসে এরকম কোন বিবরণ না পাওয়াই প্রমাণ করে যে তিনি কাযা আদায়ের নির্দেশ দেননি। এটি অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার উদাহরণ।

ঙ. কুলি করা বা নাকে পানি দেয়ার ফলে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় চলে গেলে সাওম ভঙ্গ হবে না।

চ. স্বপ্নদোষের ফলে সাওম ভঙ্গ হবে না, কেননা তা ইচ্ছাকৃত নয়।

মাসআলা ৩.৬.১: ভুল, অজ্ঞতাবশত বা জবরদস্তির কারণে সাওম ভঙ্গকারী কোন বিষয় সংঘটিত হলেও স্মরণ হওয়া মাত্র, কিংবা জানামাত্র ও জবরদস্তির অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র ঐ বিষয় থেকে বিরত থাকা জরুরী। যেমন: কেউ ভুলে খাওয়া শুরু করল, মনে পড়া মাত্র মুখে অবস্থিত খাদ্য বাইরে নিক্ষেপ করতে হবে।

---

[১১৩] বুখারী(১৯৫৯)।

www.bjilibrary.com

অধ্যায় ৪ :
নফল সিয়াম

৪.১ নবী দাউদের (আ.) সিয়াম

নফল সিয়ামের মাঝে সর্বোত্তম হল নবী দাউদের(আ.) সিয়াম:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضـي الله عنه أن النبي صـــلى الله عليه وسلم قال: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَـــبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَـــهُ وَيَنَـــامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যে তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হল দাউদের (আ.) সালাত এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হল দাউদের (আ.) সিয়াম, তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। এবং তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন ইফতার করতেন [অর্থাৎ প্রতি দুদিনে একদিন নফল সাওম পালন করতেন]।"[১১৪]

অপর বর্ণনায় এসেছে যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আসকে (রা.) বললেন:

---

[১১৪] বুখারী(১১৩১), মুসলিম(১১৫৯)।

www.bjilibrary.com

صُمْ مِنْ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ

"প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন কর কেননা সওয়াব দশগুণ হিসেবে, আর তা আজীবন সাওম পালনের মত।" আমি বললাম: আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তবে একদিন সাওম পালন কর আর দুদিন বিরত থাক।" আমি বললাম: আমি এর চেয়ে বেশী করতে সক্ষম। তিনি বললেন: "তবে একদিন সাওম পালন কর আর একদিন বিরত থাক, কেননা তা দাউদের (আ.) সিয়াম, আর তা [নফল] সিয়ামের মধ্যে সর্বোত্তম।" আমি বললাম: আমি এর চেয়েও বেশী করতে সক্ষম, অত:পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "এর চেয়ে আর উত্তম নেই।"[১১৫]

মাসআলা ৪.১.১: এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে সারা বছর রোযাদার থাকা অনুমোদিত নয়। অন্য রিওয়ায়েতে এসেছে:

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

"যে আজীবন রোযা রাখল সে রোযা রাখে নি।"[১১৬] কোন রিওয়ায়েতে এসেছে:

لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ

"সে রোযাও রাখেনি এবং ইফতারও করে নি।"[১১৭]

---

[১১৫] বুখারী(১৯৭৬), মুসলিম(১১৫৯)।

[১১৬] বুখারী(১৯৭৭), মুসলিম(১১৬২)।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ তার জন্য সাওমের সওয়াব নেই। অথবা এর অর্থ হতে পারে যে সে বাস্তবে সাওম পালন করেনি, কেননা সে প্রতিদিন সাওম পালনের কারণে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে না। অথবা হাদীসটির অর্থ হতে পারে:

"যে আজীবন রোযা রাখল তার যেন রোযা না হয়"

এক্ষেত্রে হাদীসটি আজীবন সাওম পালনকারীর বিরুদ্ধে দুআ। যে অর্থেই হোক না কেন আজীবন সাওম পালন প্রশংসনীয় নয়, নিন্দনীয় কাজ।

৪.২ মুহাররাম মাসের সাওম

মাস হিসেবে রামাদানের পর সর্বোত্তম হল মুহাররাম মাসের সিয়াম, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِى جَوْفِ اللَّيْـلِ وَأَفْـضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ

"ফরয সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হল রাত্রির সালাত, আর রামাদানের পর সর্বোত্তম সিয়াম হল আল্লাহ পাকের মুহাররাম মাসের সিয়াম।"[১১৮]

---

[১১৭] মুসলিম(১১৬২)।

[১১৮] মুসলিম(১১৬৩)।

www.bjilibrary.com

৪.৩ যুলহিজ্জার প্রথম দশক

যুলহিজ্জার প্রথম ১০ দিনের [ঈদের দিন বাদে] সাওমের ফযীলত রয়েছে, কেননা বছরের সকল দিবসের মাঝে এই ১০ দিনের আমল আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয়:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلَا الْجِهَادُ قَالَ وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

ইবনে আব্বাস (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন: "এই দিনগুলোর আমলের চেয়ে অন্য কোন দিনের আমল অধিকতর উত্তম নয়।" তাঁরা [সাহাবীগণ] বললেন: জিহাদও নয়? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "জিহাদও নয়, তবে সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি নিয়ে বের হয় আর কিছু নিয়ে ফিরে আসে না।"[১১৯]

৪.৪ শাওয়ালের ৬টি সাওম

রামাদানের পর শাওয়ালে ছয়টি সাওম পালন করলে সারা বছর সাওম পালনের সওয়াব রয়েছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

"যে রামাদানের সাওম পালন করে শাওয়ালের ছয়টি দিয়ে তার অনুসরণ করল, তা সারা বছর সাওমের মত হল।"[১২০]

---

[১১৯] বুখারী(৯৬৯)।
[১২০] মুসলিম(১১৬৪)।

www.bjilibrary.com

৪.৫ আরাফার দিনের সাওম

আরাফার দিন তথা যুলহিজ্জা মাসের ৯ তারিখ সাওম পালন করলে তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের [সগীরা] গুনাহের কাফফারা হয়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনের সাওম সম্পর্কে বলেন:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

"তা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।"[১২১]

তবে আরাফার ময়দানে অবস্থানকারী হাজীর জন্য এদিনের সাওম মুস্তাহাব নয়, কেননা তাঁর উচিৎ এইদিনে দুআর জন্য শক্তি সঞ্চয় করা, আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনে সাওম পালন করেননি।[১২২]

৪.৬ আশূরার সাওম

আশূরা অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখের সাওম পূর্ববর্তী বছরের গুনাহের কাফফরা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দিনের সাওম সম্পর্কে বলেন:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

"তা পূর্ববর্তী বছরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।"[১২৩]

আশূরার সাওম একদিন রাখা জায়েয, তবে এর সাথে এর পূর্বের একদিন কিংবা পরের একদিন যোগ করলে তা উত্তম, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ সম্পর্কে বলেন:

---

[১২১] মুসলিম(১১৬২)।
[১২২] বুখারী(১৯৮৮), মুসলিম(১১২৩)।
[১২৩] মুসলিম(১১৬২)।

www.bjilibrary.com

فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ

"...সুতরাং আল্লাহ চাইলে আগামী বছর আমরা নয় তারিখে সিয়াম পালন করব..."[১২৪]

এর তাৎপর্য হল ইহুদী-নাসারাদের আমলের সাথে ভিন্নতা বজায়ে রাখা, কেননা তারা কেবল দশ তারিখে সাওম পালন করত।

৪.৭ সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওমের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত:

كان يتحرى صيام الاثنين والخميس

তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সোম ও বৃহস্পতিবারের সাওম পালনে সচেষ্ট থাকতেন।[১২৫]

এবং এ সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ أَوْ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ فَيَقُولُ أَخِّرْهُمَا

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে আমলসমূহ প্রদর্শিত হয়, অত:পর আল্লাহ সকল মুসলিম বা সকল মুমিনকে ক্ষমা করেন কেবল পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দুজন ছাড়া, [আল্লাহ পাক] বলেন: "তাদের দুজনের ব্যাপারে বিলম্ব কর।"[১২৬]

---

[১২৪] মুসলিম(১১৩৪)।

[১২৫] আহমদ, ইবনে মাজাহ। আরনাউত ও আলবানীর মতে সহীহ।

[১২৬] আহমদ ও অন্যান্য। আরনাউত ও আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

৪.৮ সোমবারের সাওম

সোমবারের সাওম সম্পর্কে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

"ওটা এমন দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, এবং যেদিন আমাকে পাঠানো বা আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"[১২৭]

৪.৯ প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন

প্রতি মাসে তিনদিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব আর ঐ তিনদিন যদি "আইয়ামে বিদ"[১২৮] হয় তবে তা আরও উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

"হে আবু যার! যদি তুমি মাসের তিনদিন সাওম পালন কর তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সাওম পালন কর।"[১২৯]

মাসআলা ৪.১০: নফল সাওম ভঙ্গ করা বৈধ। তবে বিনা কারণে তা করাটা অপছন্দনীয়।[১৩০] এর দলীল নিম্নোক্ত হাদীস:

---

[১২৭] মুসলিম(১১৬২)।

[১২৮] চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে "আইয়ামে বিদ" বলা হয়, কেননা এ সময় রাত্রিগুলো চাঁদের আলোয় আলোকিত থাকে।

[১২৯] আহমদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

[১৩০] নফল ইবাদত মাঝপথে ভঙ্গ করলে আংশিক সওয়াব পাওয়া যাবে কিনা সে বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

www.bjilibrary.com

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ ». فَقُلْنَا لاَ. قَالَ « فَإِنِّى إِذًا صَائِمٌ ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِىَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ « أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ». فَأَكَلَ

উম্মুল মুমিনীন আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আমার নিকট এসে বললেন: "তোমাদের কাছে [খাবার] কিছু আছে কি?" আমরা বললাম: "না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেক্ষেত্রে আমি রোযা থাকলাম।" এরপর আরেকদিন তিনি আসলে আমরা বললাম: "আমাদেরকে 'হাইস'[১৩১] উপহার দেয়া হয়েছে।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "সেটা নিয়ে এসো[১৩২], আমি সকাল থেকে রোযা আছি।" এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেলেন।[১৩৩]

৪.১১ যে সকল দিবসে সাওম পালন নিষিদ্ধ

৪.১১.১ দুই ঈদ

দুই ঈদের দিন সাওম নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হল:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ

[১৩১] খেজুর, পনীর, ঘি দিয়ে তৈরী একধরনের খাদ্যদ্রব্য।
[১৩২] শাব্দিক অনুবাদ: সেটা আমাকে দেখাও।
[১৩৩] মুসলিম(১১৫৪)।

www.bjilibrary.com

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে "আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই দিনের সিয়াম নিষেধ করেছেন: আদহার দিন এবং ফিতরের দিন।"[১৩৪]

৪.১১.২ আইয়ামে তাশরীক

অর্থাৎ যুলহিজ্জার ১১, ১২, ১৩ তারিখ। এর দলীল হল আমর ইবনুল আসের (রা.) বক্তব্য:

كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِى كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ وَهِىَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

"খাও। এই দিনগুলোই সেসব দিন যার ইফতারের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন এবং এর সিয়াম পালনকে নিষেধ করতেন।" মালিক বলেন: "সেটা আইয়ামে তাশরীক।"[১৩৫]

তবে এর ব্যতিক্রম হলেন তামাত্তু হজ্জ পালনকারী, তিনি যদি হজ্জের পশু কুরবানী করার সামর্থ্যের অধিকারী না হন তবে তাকে যে সিয়াম পালন করতে হয় তা এই দিনগুলোতে শুরু করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আয়শা (রা.) এবং ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত:

لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ

"আইয়াম তাশরীকে সাওম পালনের ব্যাপারে কেবল তাকেই সহজতা দেয়া হয়েছে যার [হজ্জের] পশু কুরবানী দেয়ার সামর্থ নেই।"[১৩৬]

---

১৩৪ বুখারী(১১৯৭), মুসলিম(১১৩৮)।
১৩৫ মালিক, আবু দাউদ। আলবানীর মতে সহীহ।
১৩৬ বুখারী(১৯৯৭)।

www.bjilibrary.com

৪.১১.৩ জুমুয়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা

জুমুয়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরূহ, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

"তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই জুমুয়ার দিনের সাথে তার পূর্বের বা পরের দিন যুক্ত করা ছাড়া সাওম পালন না করে।"[১৩৭] মুসলিমের এক ভাষ্যে বর্ণিত:

لا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ

"তোমরা সকল রাত্রির মাঝে জুমুয়ার রাত্রিকে কিয়ামের জন্য বেছে নিও না, এবং সকল দিবসের মাঝে জুমুয়ার দিবসকে সিয়ামের জন্য বেছে নিও না, তবে তোমাদের কেউ অভ্যাসবশত যে সাওম পালন করে, তা যদি সেই সাওমের দিন হয় তবে তা ব্যতিক্রম।"[১৩৮]

হাদীসে আরও এসেছে:

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لا قَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا قَالَتْ لا قَالَ فَأَفْطِرِي

জুওয়ায়রিয়া বিনতে আল-হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি (রা.) সাওম পালনরত অবস্থায় নবী(সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমুয়ার দিন তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন: "গতকাল সাওম

---

[১৩৭] বুখারী(১৯৮৫), মুসলিম(১১৪৪)।
[১৩৮] মুসলিম(১১৪৪)।

www.bjilibrary.com

পালন করেছিলে?" তিনি বললেন: "না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "আগামীকাল সাওম পালন করার ইরাদা আছে?" তিনি বললেন: "না।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তবে ইফতার করে ফেল।"[১৩৯]

এ সমস্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে জুমুয়ার দিনকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরূহ, তবে এর পূববর্তী কিংবা পরবর্তী দিনের সাথে তাকে সাওমের দ্বারা যুক্ত করে নিলে অসুবিধা নেই।

৪.১১.৪ শনিবারকে সাওমের জন্য এককভাবে বাছাই করা

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلا لِحَاءَ عِنَبَةٍ ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ

আব্দুল্লাহ বিন বুসর তাঁর ভগ্নী থেকে বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমাদের জন্য যা ফরয করা হয়েছে, তা ছাড়া তোমরা শনিবারে সাওম পালন করো না, আর তোমাদের কেউ যদি আঙ্গুরের ছাল কিংবা গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু না পায়, তবে অন্তত: তা-ই যেন সে চর্বন করে।"[১৪০]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে শনিবারকে এককভাবে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরূহ।

---

[১৩৯] বুখারী(১৯৮৬)।

[১৪০] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ৪.১১.৪.১: নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে এককভাবেও জুমুয়ার দিন কিংবা শনিবারে সাওম পালন করা মাকরূহ নয়:

❖ ফরয সাওম কিংবা তার কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে।

❖ কারও অভ্যাসের সাথে মিলে গেলে, যেমন ধরা যাক সে একদিন পরপর সাওম পালন করে।

❖ আশূরা কিংবা আরাফার দিনের সাথে মিলে গেলে।

৪.১২ শাবানের নফল সাওম

শাবান হল রামাদানের পূর্বের মাস। শাবানের নফল সাওম সম্পর্কে কয়েক ধরনের বর্ণনা আসায় এগুলোর মাঝে সুন্দর সমন্বয় প্রয়োজন, আর তাই একে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে রাখা হল।

প্রথমত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পূর্ণ শাবান অথবা এর অধিকাংশই সাওম পালন করতেন, এ সংক্রান্ত দলীল পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদীস সমূহে:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

উম্মু সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আল্লাহর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনও পরপর দুমাস সাওম পালন করতে দেখিনি, শুধু ব্যতিক্রম হল এই যে তিনি শাবানকে [সাওমের দ্বারা] রামাদানের সাথে যুক্ত করতেন।"[১৪১]

قالت عائشة:...وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.

---

[১৪১] আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

আয়শা(রা.) বলেন: "...আর আমি তাঁকে শাবানের চেয়ে বেশী [নফল] সিয়াম পালন করতে আর কোন মাসেই দেখিনি, তিনি পুরো শাবানই রোযা থাকতেন, তিনি প্রায় পুরো শাবানই রোযা রাখতেন।"[১৪২]

এই উভয় প্রকার বর্ণনার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে:

১. নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন কোন বছর পুরো শাবান, কোন কোন বছর শাবানের অধিকাংশ সাওম পালন করতেন।
২. নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় পুরো শাবানই রোযা থাকতেন, কেননা এক্ষেত্রে আরবী ভাষারীতি অনুযায়ী **"তিনি পুরো শাবান রোযা রেখেছেন"** - এ কথা বলা সিদ্ধ।

তাই বলা যায় যে শাবানের অধিকাংশ বা পুরোটাই সাওম পালন করা মুস্তাহাব।

অন্য হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ »

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "তোমরা এক বা দুদিনের সাওমের দ্বারা রামাদানের অগ্রবর্তী হয়ো না, তবে ব্যতিক্রম হল এমন ব্যক্তি যে অভ্যাসবশত: সাওম পালন করে থাকে, সে সেই সাওম পালন করুক।"[১৪৩] অপর একটি হাদীসে এসেছে:

---

[১৪২] মুসলিম(১১৫৬)।
[১৪৩] বুখারী(১৯১৪), মুসলিম(১০৮২)।

www.bjilibrary.com

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا »

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "শাবানের অর্ধেক অতিবাহিত হলে তোমরা সাওম পালন করো না।"[১৪৪]

সর্বশেষ এই দুটো হাদীসকে এদের পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর আলোকে বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা হল:

১. যে শাবানের প্রথম ভাগে সাওম পালন করেনি, তার জন্য শুধুমাত্র এর দ্বিতীয় অর্ধাংশকে সাওমের জন্য বাছাই করা মাকরূহ।

২. গোটা শাবান বা অধিকাংশ শাবানে সাওম পালন না করলে শাবানের শেষ এক বা দুইদিন সাওম পালন করা নিষিদ্ধ বা হারাম। এর মধ্যে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হল ৩০শে শাবানের সাওম, যাকে বলা হয় ইয়ামুশ শাক্ক (يَوْمُ الشَّكِّ) বা সংশয়ের দিন, কেননা চাঁদ না দেখার কারণেই এই দিনটিকে গণনা করা হয়েছে, আর সম্ভাবনা আছে যে চাঁদ উঠেছিল কিন্তু তা দেখা যায় নি। এই দিনটির সাওম বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নিম্নোক্ত হাদীসটি যাতে আম্মার বিন ইয়াসির (রা.) বলেন:

مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ

"যে এই দিনটিতে রোযা থাকল সে আবুল কাসিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অমান্য করল।"[১৪৫]

---

[১৪৪] আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৪৫] আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

এই দিনগুলোর সাওম পালনের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থেকে যাদের অব্যাহতি রয়েছে:

❖ যারা প্রায় গোটা শাবানই সাওম পালন করেছে।

❖ যারা তাদের নফল সাওম পালনের অভ্যাস অনুযায়ী ঐ দিনগুলোতে সাওম পালন করবে। যেমন কারও যদি প্রতি সোমবারে সাওম পালনের অভ্যাস থাকে এবং শাবানের ৩০ তারিখ সোমবার হয় তবে অসুবিধা নেই। তেমনি কেউ যদি একদিন পরপর সাওম পালনে অভ্যস্ত হয় এবং তদানুযায়ী ৩০ তারিখে রোযা রাখে, সেক্ষেত্রেও সমস্যা নেই - ইত্যাদি। এর দলীল হলো ইতিপূর্বে উল্লেখিত নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য: "...তবে ব্যতিক্রম হল এমন ব্যক্তি যে অভ্যাসবশত: সাওম পালন করে থাকে, সে সেই সাওম পালন করুক।"

www.bjilibrary.com

অধ্যায় ৫:
রামাদানের শেষ দশক ও এর আমলসমূহ

৫.১ রামাদানের শেষ দশরাত্রি

এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত:

قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ.

আয়েশা (রা.) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ দশকে [ইবাদতে] এমন সাধনা করতেন যে পরিমাণ সাধনা তিনি অন্য সময়ে করতেন না।"[১৪৬]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ

আয়েশা (রা.) থেকে আরও বর্ণিত তিনি বলেন: "দশরাত্রি শুরু হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোমর বাঁধতেন[১৪৭], রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং তাঁর পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন।"[১৪৮]

---

[১৪৬] মুসলিম(১১৭৫)।

[১৪৭] অর্থাৎ অধিক পরিমাণে ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন। এর অর্থ হিসেবে এও বর্ণিত হয়েছে যে তিনি স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাগ করতেন।

[১৪৮] বুখারী(২০২৪) মুসলিম(১১৭৪)।

www.bjilibrary.com

অতএব একজন মুসলিমের কর্তব্য হল এই মূল্যবান সময়কে ইবাদতে মশগুল থেকে অতিবাহিত করে আখিরাতের পাথেয় বৃদ্ধি করে নেয়া, মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বেই জীবনকে কাজে লাগানো।

এই দশরাত্রির বিশেষত্ব হচ্ছে: এর মাঝে রয়েছে লাইলাতুল কদর, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ এই রাত্রির ইবাদত ৮৩ বছরেরও অধিক সময়ের ইবাদতের সমতুল্য।

৫.২ লাইলাতুল কদরের কিছু বৈশিষ্ট্য

ক. এই রাত্রিতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١

"নিশ্চয়ই আমি একে লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি।"[১৪৯]

এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে:

❖ এই রাত্রিতে আল-কুরআনকে সপ্তম আসমানে অবস্থিত "লাওহে মাহফুয" থেকে প্রথম আসমানে অবস্থিত "বায়তুল-ইযযা"তে নাযিল করা হয়েছে। আর পরবর্তীতে তা ২৩ বছর ব্যাপী নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর নাযিল হয়। ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এমনটি বর্ণিত রয়েছে।

❖ এই রাত্রিতে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওপর আল-কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে।

খ. এই রাত্রি হাজার মাস বা ৮৩ বছরেরও অধিক সময় অপেক্ষা উত্তম। আল্লাহ পাক বলেন:

---

[১৪৯] সূরা আল কদর, ৯৭ : ১।

www.bjilibrary.com

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾

"লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা অধিক উত্তম।"[১৫০]

গ. এই রাত্রি বরকতময়, আল্লাহ পাক বলেন:

إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾

"নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।"[১৫১]

ঘ. এই রাত্রিতে এক বছরের জন্য লাওহে মাহফুযে লিখিত তাকদীর অনুযায়ী সকল কিছুর বিলিবণ্টনের দায়িত্ব ফেরেশতাগণের নিকট অর্পিত হয়, আল্লাহ পাক বলেন:

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

"সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।"[১৫২]

ঙ. এই রাত্রিতে জিবরাঈল (আ.) সহ অন্যান্য ফেরেশতাগণ অবতরণ করেন, আল্লাহ পাক বলেন:

تَنَزَّلُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿٤﴾

"এতে ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাঁদের রবের অনুমতিক্রমে অবতরণ করেন সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে।"[১৫৩]

---

[১৫০] সূরা আল কদর, ৯৭ : ৩।
[১৫১] সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ৩।
[১৫২] সূরা আদ দুখান, ৪৪ : ৪।
[১৫৩] সূরা আল কদর, ৯৭ : ৪।

www.bjilibrary.com

চ. এই রাত্রি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত্রি, আল্লাহ পাক বলেন:

سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥

"শান্তিময় [বা নিরাপত্তাপূর্ণ] সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।"[১৫৪]

অর্থাৎ শয়তান এই রাত্রিতে ক্ষতিকর কিছু করতে পারে না, এবং বান্দারা অধিক ইবাদতের কারণে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

ছ. ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় যে ব্যক্তি এই রাত্রিতে ইবাদত করবে, আল্লাহ পাক তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করবেন, আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৫৫]

৫.২.১ লাইলাতুল কদর কোন রাত্রি?

লাইলাতুল কদর ঠিক কোন রাত্রিতে, তার নিশ্চিত জ্ঞান আমাদেরকে দেয়া হয়নি। এজন্য রামাদানের শেষ দশ রাত্রির প্রতিটিতেই একে অনুসন্ধান করা উচিৎ, আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন:

اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ الْأُوَلِ مِنْ رَمَضَانَ وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَاعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُ أَمَامَكَ فَقَامَ النَّبِيُّ

---

[১৫৪] সূরা আল কদর, ৯৭ : ৫।

[১৫৫] বুখারী(১৯০১), মুসলিম(৭৬০)।

www.bjilibrary.com

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نُسِّيتُهَا وَإِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي وِتْرٍ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ

আল্লাহর রাসূল রামাদানের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন আর আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম, অতঃপর জিবরীল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন: আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার সামনে, ফলে তিনি মধ্যবর্তী দশকে ইতিকাফ করলেন আর আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। অত:পর জিবরীল (আ.) তাঁর নিকট এসে বললেন: আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার সামনে, ফলে রামাদানের বিশ তারিখের সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খুৎবা দিলেন এবং বললেন: যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে ইতিকাফ করেছে সে যেন ফিরে যায় কেননা নিশ্চয়ই আমাকে লাইলাতুল কদর দেখানো হয়েছে এবং নিশ্চয়ই তা আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই তা শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে, আর আমি দেখেছি আমি যেন কাদা ও পানিতে সিজদা করছি...

একই হাদীসের অপর বর্ণনায় এসেছে:

فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ

...অত:পর তিনি ভোরের সালাত শেষ করে বের হলেন, তাঁর কপাল ও নাকের ডগা - উভয়টিতে কাদা ও পানি লেগে আছে আর তা শেষ দশকের মাঝে একুশের রাত্রি।[১৫৬]

---

[১৫৬] বুখারী(৮১৪), মুসলিম(১১৬৭)।

www.bjilibrary.com

আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইসের (রা.) বর্ণনায় এসেছে যে তা তেইশের রাত্রি।[১৫৭]

কোন বর্ণনায় এসেছে:

الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ

"তাকে নবম এবং সপ্তম এবং পঞ্চমে তালাশ কর..."[১৫৮]

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى

একে রামাদানের শেষ দশকে তালাশ কর, নবম বাকী থাকতে[১৫৯], সপ্তম বাকী থাকতে, পঞ্চম বাকী থাকতে।[১৬০]

এক্ষেত্রে যদি মাস তিরিশে হয় তবে জোড় রাত্রিতে লাইলাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা আর যদি উনত্রিশে হয়, তবে বিজোড় রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা।

অপর হাদীসে বর্ণিত:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ »

ইবনে উমার (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন: "তোমরা শেষ সাতে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।"[১৬১]

---

[১৫৭] মুসলিম(১১৬৮)।
[১৫৮] মুসলিম(১১৬৭)।
[১৫৯] অর্থাৎ শেষ থেকে নবম।
[১৬০] বুখারী(২০২১) ও অন্যান্য। এটি আবু দাউদের ভাষ্য।

www.bjilibrary.com

আবার কোন কোন বর্ণনায় সুনির্দিষ্টভাবে সাতাশের রাত্রির উল্লেখ এসেছে:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ « لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ »

মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে লাইলাতুল কদর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "সাতাশের রাত্রি হল লাইলাতুল কদর।"[১৬২]

এছাড়া সাতাশের রাত্রি লাইলাতুল কদর হওয়া বহু সাহাবীর মত।

এ সকল বর্ণনা একত্র করে বলা যায়:

❖ যে নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল কদর পেতে চায়, তার উচিৎ রামাদানের একুশের রাত্রি থেকে শুরু করে সকল রাত্রিতে লাইলাতুল কদর প্রাপ্তির আশায় ইবাদত করা।

❖ এর মাঝে তা বিজোড় রাত্রিতে এবং শেষ সাত রাত্রিতে হওয়ার সম্ভাবনা অধিকতর।

❖ সাতাশের রাত্রিতে তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

❖ লাইলাতুল কদর সংক্রান্ত সকল বর্ণনাকে মিলিত করে কেউ কেউ মত দিয়েছেন যে লাইলাতুল কদর একেক বছর একেক রাত্রিতে হয়ে থাকে।

মোটকথা বুদ্ধিমান মুসলিম প্রতিবছর কোন একটি রাত্রিকেই নিশ্চিতভাবে লাইলাতুল কদর বলে গণ্য করার ঝুঁকি না নিয়ে শেষ দশরাত্রির প্রতিটিতেই ইবাদতে মশগুল হবে যেন এই মহা ফযীলতপূর্ণ রাত্রি কিছুতেই হাতছাড়া না হয়।

---

[১৬১] বুখারী(২০১৫), মুসলিম(১১৬৫)।

[১৬২] আবু দাউদ ও অন্যান্য, আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

৫.২.২ লাইলাতুল কদরের দুআ

এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত:

قَالَتْ عَائِشَةُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ قَالَ تَقُولِينَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

আয়েশা (রা.) বললেন: হে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি আমি লাইলাতুল কদর পেয়ে যাই তবে কি বলব? তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, বলবে: [আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী] "হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।"[১৬৩]

৫.২.৩ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ

হাদীসে লাইলাতুল কদরের কিছু লক্ষণের বর্ণনা এসেছে:

إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لاَ شُعَاعَ لَهَا

ঐদিন সূর্য রশ্মিবিহীন অবস্থায় উঠবে।[১৬৪]

ليلة القدر ليلة طلقة ، لا حارة ولا باردة ، تُصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة

লাইলাতুল কদর শান্তিময় রাত্রি, খুব গরমও নয় খুব ঠান্ডাও নয়, এর দিবসে সূর্য লাল ও দুর্বল অবস্থায় উদিত হয়।[১৬৫]

---

[১৬৩] আহমদ ও অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউতের মতে সহীহ।

[১৬৪] মুসলিম(৭৬২) ও অন্যান্য । এই ভাষ্য বায়হাকীর।

[১৬৫] ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে নবীর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে সহীহ ইবনে খুযায়মা, মুসনাদে তায়ালিসী গ্রন্থে । আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ، لا يرمى فيها بنجم

লাইলাতুল কদর উজ্জ্বল রাত্রি, খুব গরমও নয় খুব ঠান্ডাও নয়, এই রাত্রিতে উল্কাপাত হয় না।[১৬৬]

উল্লেখ্য যে অভিজ্ঞতার অভাবে লাইলাতুল কদরের দিবসে সূর্যের অবস্থা নির্ণয়ে ভ্রান্তির সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ যারা নিয়মিত সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাদের পক্ষেই সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব যে কোন একটি দিনের সূর্য অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ কিনা। যাহোক, লাইলাতুল কদরের ফযীলত অর্জনের জন্য এর লক্ষণ নির্ণয় করতে পারা জরুরী নয়। বরং যে রামাদানের শেষ দশকের প্রতি রাত্রিতেই ইবাদত করবে, সে নিশ্চিতভাবেই লাইলাতুল কদর লাভ করবে।

৫.৩ রামাদানে কিয়ামুল লাইল

রামাদানে এশার পর নফল সালাতকে তারাবী (التَّـــرَاوِيْح) নামকরণ করা হয়ে থাকে। রামাদানে এই সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, নবী (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে কিয়াম করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[১৬৭]

---

[১৬৬] তাবারানী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

[১৬৭] বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

www.bjilibrary.com

এই সালাত জামাতের সাথে আদায় করা মুস্তাহাব। হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ، ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ ، فَكَثُرَ النَّاسُ ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : (قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ ، وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ) وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক রাত্রিতে মসজিদে সালাত আদায় করলেন, লোকেরাও তাঁর সাথে সালাত আদায় করল, এরপর পরবর্তী রাত্রিতেও সালাত আদায় করলেন, এবারে লোক সংখ্যা বাড়ল, এরপর তৃতীয় কিংবা চতুর্থ রাত্রিতে তারা জড় হলেন কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন না, ভোর হলে বললেন: "তোমরা যা করেছ তা আমি দেখেছি আর তোমাদের উদ্দেশ্যে বের হতে আমাকে কেবল এটাই বাধা দিয়েছে যে আমি ভয় করেছি যে তোমাদের প্রতি তা ফরয না হয়ে যায়" আর এটা ছিল রামাদানে।[১৬৮]

অর্থাৎ রামাদানে তারাবী ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রথম দু-তিনদিন জামাতের সাথে এই সালাত আদায়ের পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জামাতে আদায় করা পরিত্যাগ করেন। তবে তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইন্তেকালের পর এই ভয় না থাকায় তারাবী জামাতে আদায় করা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে নিয়ে তা জামাতের সাথে আদায় করেছেন।

---

[১৬৮] বুখারী(১১২৯), মুসলিম(৭৬১)।

www.bjilibrary.com

এছাড়া হাদীসে বর্ণিত:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ) .

আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আল্লাহ রাসূল (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "যে ইমামের সাথে তিনি চলে যাওয়া পর্যন্ত দন্ডায়মান থাকল, তার জন্য গোটা রাত্রির কিয়াম লিখিত হবে।"[১৬৯]

আরও বর্ণিত:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَــعَ عُمَــرَ بْــنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَــإِذَا النَّــاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ ، وَيُــصَلِّي الرَّجُــلُ فَيُــصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَــارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ

আব্দুর রহমান বিন আবদ আল-ক্বারী বর্ণিত যে তিনি বলেন: উমার ইবনে আল-খাত্তাবের(রা.) সাথে রামাদানের এক রাত্রিতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলাম, লোকেরা খন্ড খন্ড সমষ্টিতে বিভক্ত ছিল, এক ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করছে, এক ব্যক্তির সালাতের সাথে একদল লোক সালাত আদায় করছে, উমার(রা.) বললেন: আমার মনে হয় ওদেরকে একজন ক্বারীর অধীনে একত্রিত করে দিলে অধিকতর উত্তম হয়, অত:পর তিনি মনস্থির করলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কাবের(রা.) অধীনে একত্র করে দিলেন।[১৭০]

---

[১৬৯] তিরমিযী(৮০৬)। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৭০] বুখারী(২০১০)।

www.bjilibrary.com

৫.৩.১ তারাবীর সালাতে রাকাত সংখ্যা কত?

প্রথমত: তারাবীর সালাতের এমন কোন রাকাত সংখ্যা নির্ধারিত নেই যা অতিক্রম করা যাবে না। এর সপক্ষে দলীল হল আল্লাহর রাসূলের বক্তব্য:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"রাত্রির সালাত দুই দুই করে, আর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে সে এক রাকাত পড়ে নেবে যা ইতিপূর্বে আদায়কৃত সালাতকে বিজোড় করে দেবে।"[১৭১]

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে রাত্রির সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে হবে এবং এর কোন সীমা নেই। যদি এর কোন অলংঘনীয় সীমা থাকত, তবে অবশ্যই এই হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা বলে দিতেন।

তবে যদি রাত্রির সালাতের সর্বোত্তম পন্থা জানতে চাওয়া হয়, তবে সেক্ষেত্রে এর জবাব হল এই যে ১১ রাকাত আদায় করা সর্বোত্তম, কেননা তিনি রামাদানে কিংবা এর বাইরে ১১ রাকাতের অধিক আদায় করতেন না। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান আয়শাকে (রা.) এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আয়শা (রা.) বলেন:

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا...

---

[১৭১] বুখারী(৯৯০), মুসলিম(৭৪৯)।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানে কিংবা এছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের অধিক করতেন না, চার রাকাত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না! এরপর আরও চার রাকাত পড়তেন, এর দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করো না! এরপর তিন রাকাত পড়তেন।..."[১৭২]

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রাত্রির সালাতের যে বিবরণ রয়েছে, সেটাই রাত্রির সালাতের সর্বোত্তম রূপ, কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিয়মিত করতেন, কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়, কেননা তা নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাজ, নির্দেশ নয়, আর এর পূর্ববর্তী হাদীসটিও প্রমাণ করে যে ১১ রাকাত বাধ্যতামূলক নয়, যদি তাই হত তবে নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা উল্লেখ করতেন।

৫.৩.২ বিশ রাকাত তারাবীর সালাতের ভিত্তি কি?

উমার (রা.) ২০ রাকাত তারাবীর প্রচলন করেন বলে চারজন তাবিঈ থেকে বিবরণ পাওয়া যায়:

১. আস-সাইব বিন ইয়াযিদ থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে আব্দুর রাযযাকের মুসান্নাফে, ইবনুল জাদ এর আল-মুসনাদে, বায়হাকীর সুনানে।

২. ইয়াযিদ বিন রুমান থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইমাম মালিকের মুওয়াত্তায়।

৩. ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল কাত্তান থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফে।

৪. আব্দুল আযীয বিন রাফী থেকে এ সংক্রান্ত বর্ণনা এসেছে ইবনে আবী শায়বার মুসান্নাফে।

---

[১৭২] বুখারী(১১৪৭), মুসলিম(৭৩৮)।

www.bjilibrary.com

এ সকল রিওয়ায়েত একত্র করলে উমারের (রা.) যুগে ২০ রাকাত তারাবী চালু থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আলী (রা.) ও উবাই ইবনে কাব (রা.) থেকেও ২০ রাকাতের বিষয়টি বর্ণিত। আর এটাই শুতাইর বিন শাকল, ইবনু আবি মুলাইকা, আল-হারিস আল হামাদানী, আবুল বাখতারী, আতা, সুফিয়ান আস সাওরী, ইবনুল মুবারক, আশ শাফিঈ (র.) প্রমুখের বর্ণনা ও মত।

এ প্রসঙ্গে ইবনে তায়মিয়া (র.) বলেন: "এটা প্রমাণিত যে উবাই ইবনে কাব (রা.) লোকেদেরকে নিয়ে রামাদানের কিয়ামে ২০ রাকাত আদায় করতেন এবং ৩ রাকাত দিয়ে বিজোড় [বিতর] করতেন, তাই অনেক আলেম মনে করেছেন যে তা সুন্নাহ, কেননা তিনি তা মুহাজির ও আনসারদের উপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠা করেন অথচ কোন আপত্তি উত্থাপনকারী আপত্তি করেনি..."[১৭৩]

এজন্য বলা যায় যে তারাবীর সালাতের রাকাতের সংখ্যার ব্যাপারে প্রশস্ততা রয়েছে, এ বিষয়ে মুসলিম ভাইদের মাঝে মতভেদ হলেও এর কারণে তাঁদের অন্তরে বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণার জন্ম নেয়া মোটেও সমীচীন নয়, বরং এ ধরনের মতভেদের ক্ষেত্রে বক্ষকে ভাইয়ের জন্য প্রশস্ত করে দিতে হবে। আর কোন মসজিদ কিংবা এলাকা নিজেদের জন্য যে কয় রাকাতকে উপযোগী মনে করে, তাদেরকে সেই সংখ্যার ওপরই আমল করতে দেয়া উচিৎ।

---

[১৭৩] মাজমু আল ফাতাওয়া, ২৩/১১২।

www.bjilibrary.com

৫.৪ ইতিকাফ

আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়।

ইতিকাফ শরীয়তসম্মত হওয়ার বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ পাক বলেন:

وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

"আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'।"[১৭৪]

وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ

"আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"[১৭৫]

তেমনি হাদীসে আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত:

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

---

[১৭৪] সূরা আল বাকারা, ২ : ১২৫।
[১৭৫] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

www.bjilibrary.com

"তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন আল্লাহ তাঁর ওয়াফাত ঘটানো পর্যন্ত, এরপর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরবর্তীতে ইতিকাফ করতেন।"[১৭৬]

এছাড়া এ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলে একাধিক আলেম উল্লেখ করেছেন, যেমন ইমাম নববী, ইবনু কুদামা, ইবনে তায়মিয়া প্রমুখ।

৫.৪.১ ইতিকাফের বিধান

ইতিকাফ সুন্নাহ এবং মানত ছাড়া তা ওয়াজিব হয় না। রামাদানে ও রামাদান ছাড়াও ইতিকাফ করা শরীয়তসম্মত, তবে রামাদানে তা উত্তম, বিশেষত শেষ দশকে। হাদীসে এসেছে:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّـــةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ

ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত যে উমার (রা.) বলেন: "হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহিলিয়াতের যুগে আল-মাসজিদুল হারামে একরাত্রি ইতিকাফ করার মানত করেছিলাম।" তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তোমার মানত পূর্ণ কর।"[১৭৭]

ইতিকাফের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা শরীয়তে বেধে দেয়া হয়নি। যেমন উপরোক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে ইতিকাফ মাত্র একরাত্রি ব্যাপীও হতে পারে, আর তা এর কম হবে না, এ কথাও বলা যায় না। এজন্য সঠিক মত হচ্ছে: **যতটুকু সময় মসজিদে অবস্থান করলে একজন ব্যক্তিকে ইতিকাফকারী বলা যায়, ততটুকু সময়ই ইতিকাফের জন্য যথেষ্ট।**

---

[১৭৬] বুখারী(২০২৬), মুসলিম(১১৭২)।

[১৭৭] বুখারী(৬৬৯৭)।

www.bjilibrary.com

৫.৪.২ ইতিকাফের স্থান

সালাতের জন্য ওয়াকফ করা মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাফ বৈধ নয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"আর তোমরা <u>মসজিদে</u> ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"[১৭৮]

আর পুরুষের জন্য ইতিকাফ এমন মসজিদে হতে হবে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাত হয়, কেননা নতুবা তাঁকে পাঁচবার মসজিদ থেকে বের হতে হবে, যা ইতিকাফের সংজ্ঞার বিরোধী। আর জামে মসজিদে [অর্থাৎ যে মসজিদে জুমুয়া পড়া হয়] ইতিকাফ করা উত্তম, যেন জুমুয়া আদায় করার নিমিত্তে ইতিকাফকারীকে বের হতে না হয়।

৫.৪.৩ ইতিকাফকারীর করণীয়

ইতিকাফকারী বেশী বেশী ব্যক্তিগত ইবাদতে মশগুল থাকবে, যেমন যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত ইত্যাদি। ইতিকাফ অবস্থায় সামাজিক বা সামষ্টিক কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত যেমন: জ্ঞানার্জন, দ্বীনশিক্ষা দেয়া ইত্যাদির তুলনায় ব্যক্তিগত ইবাদত অধিকতর উত্তম, কেননা সেটাই নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাহ।

ইতিকাফকারী অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করবেন এবং ইবাদত ব্যতীত অন্যান্য জায়েয কথা ও কাজও যথাসম্ভব কম করবেন।

---

[১৭৮] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।

www.bjilibrary.com

অনিবার্য কোন কারণ ছাড়া ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হবেন না:

عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আর নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে থাকা অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা বাড়িয়ে দিতেন আর আমি তা আঁচড়ে দিতাম আর ইতেকাফরত অবস্থায় **প্রয়োজন ছাড়া ঘরে ঢুকতেন না।**"[১৭৯]

কেননা প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হওয়া ইতিকাফের সংজ্ঞার বিরোধী, আর এই বিধানের ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। তবে কি কি কারণে বের হওয়া বৈধ, সে বিষয়ে কিছু মতভেদ রয়েছে। যাহোক ইতিকাফ অবস্থায় বের হওয়ার বৈধ কারণগুলো নিম্নরূপ:

ক. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

খ. পানাহারের উদ্দেশ্যে, যদি তাকে খাবার এনে দেয়ার মত কেউ না থাকে, অথবা মসজিদে পানাহার তার জন্য অশোভনীয় হয় ও তার মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, অথবা যদি মসজিদ নোংরা হওয়ার ভয় থাকে, অথবা যদি কর্তৃপক্ষ মসজিদে বাইরে থেকে খাদ্যদ্রব্য আনয়নকে নিষিদ্ধ করে থাকেন।

গ. উদ্ভূত কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে, যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর স্ত্রী সাফিয়াকে (রা.) বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য বের হয়েছিলেন।[১৮০]

---

[১৭৯] বুখারী(২০২৯), মুসলিম(২৯৭)।

[১৮০] বুখারী(২০৩৫), মুসলিম(২১৭৫)।

www.bjilibrary.com

ঘ. রোগী দেখতে যাওয়া কিংবা জানাযার সঙ্গী হওয়ার জন্য। আলী (রা.) ও আমর বিন হারীস (রা.) প্রমুখ থেকে এমনটি বর্ণিত আছে।

ই'তিকাফকারীর জন্য স্ত্রীকে উপভোগ করা বৈধ নয়, কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ

"আর তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"[১৮১]

আর এ ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত্য রয়েছে।

মাসআলা ৫.৪.৪: রামাদানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ সুন্নাহ। যে এই সুন্নাহ পালন করতে চায় সে রামাদানের ২০ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই ই'তিকাফ শুরু করবে।

৫.৪.৫ নারীর ই'তিকাফ

পুরুষদের মতই নারীরাও ই'তিকাফ করতে পারেন, রামাদানের শেষ দশকের ই'তিকাফ নারীদের জন্যও সুন্নাহ, হাদীসে আয়শা(রা.) থেকে বর্ণিত:

كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ

"তিনি (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন আল্লাহ তাঁর ওয়াফাত ঘটানো পর্যন্ত, এরপর তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর পরবর্তীতে ই'তিকাফ করতেন।"[১৮২]

---

[১৮১] সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৭।
[১৮২] বুখারী(২০২৬), মুসলিম(১১৭২)।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ৫.৪.৫.১: নারীর ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন। এছাড়া নারীর ইতিকাফের কারণে কোন ফিতনার সম্ভাবনা না থাকলে তবেই তা বৈধ হবে। কেননা জায়েয বা মুস্তাহাব কোন কিছু যদি হারামের পথ উন্মুক্ত করে, তবে সেক্ষেত্রে তা নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।

মাসআলা ৫.৪.৫.২: ঘরে নারীর ইতিকাফ বিশুদ্ধ নয়, কেননা ইতিকাফের স্থান মসজিদ, যেমনটি ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রেও ইতিকাফ মসজিদে হবে, এর সপক্ষে অপর একটি দলীল হল এই যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীগণ তাঁর কাছে মসজিদে ইতিকাফের অনুমতি চেয়েছিলেন, অত:পর তিনি তাদেরকে অনুমতি দেন। তবে নারীর ক্ষেত্রে এমন মসজিদেও ইতিকাফ হতে পারে যেখানে জামাত হয় না, কেননা জামাতে যোগদান নারীর জন্য জরুরী নয়।

৫.৫ যাকাতুল ফিতর

রামাদানের সমাপ্তি উপলক্ষে যে দান করা হয়, তাকে যাকাতুল ফিতর বলা হয়। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাওম পালনকারীর জন্য অনর্থক ও অশ্লীল কথা ও কাজের কাফফারা এবং মিসকীন খাওয়ানোর নিমিত্তে ফিতরা বাধ্যতামূলক করেছেন, যে সালাতের পূর্বে তা আদায় করল, তা কবুল ফিতরা হল, আর যে সালাতের পর তা আদায় করল, তা সাধারণ দানের মধ্যে একটি দান হিসেবে গণ্য হল।"[১৮৩]

---

[১৮৩] আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।

www.bjilibrary.com

মাসআলা ৫.৫.১: ঈদের রাত্রি ও দিবসের জন্য নিজের ও অধীনস্থদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত যার আছে, তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব।

মাসআলা ৫.৫.২: একজন ব্যক্তির ওপর নিজের পক্ষ থেকে এবং যাদের ভরণপোষণ তার ওপর বাধ্যতামূলক তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা বাধ্যতামূলক। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন:

أدوا صدقة الفطر عمن تمونون

"তোমরা যাদের ব্যয়ভার বহন কর, তাদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় কর।"[১৮৪]

মাসআলা ৫.৫.৩: ফিতরা আদায় করতে হবে দেশের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: "আমরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে ফিতরের দিনে খাদ্যদ্রব্যের এক সা' দান করতাম।" এবং আবু সাঈদ (রা.) বলেন: "যব, কিসমিস, পনীর ও খেজুর ছিল আমাদের খাদ্য।"[১৮৫]

---

[১৮৪] দারাকুতনী এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলবানীর মতে হাসান।

[১৮৫] বুখারী(১৫১০)।

www.bjilibrary.com

উপরোক্ত হাদীস থেকে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বের হয়ে আসে:

১. ফিতরার পরিমাণ ১ সা' পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য, যা আধুনিক পরিমাপে ৩ কেজি প্রায়। অবশ্য গমের ক্ষেত্রে অর্ধেক সা - ই যথেষ্ট:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ...

আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমরা আল্লাহর রাসূলের যুগে দুই মুদ্দ গমের দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম..."[১৮৬]

২. ফিতরা আয়তনের মাধ্যমে পরিমাপকৃত খাদ্যদ্রব্য থেকে হতে হবে, কেননা সা হল আয়তনভিত্তিক পরিমাপের একক। সুতরাং যা খাদ্য নয়, তার দ্বারা ফিতরা আদায় হবে না: যেমন অর্থ। আর যা আয়তন দিয়ে মাপা যায় না, তা খাদ্য হলেও তার দ্বারা ফিতরা আদায় হবে না, যেমন: মাংস, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি - কেননা তা ওজনের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয়।

মাসআলা ৫.৫.৪: যাকাতুল ফিতর ঈদের সালাতের পূর্বে আদায় করতে হবে যেমনটি ইতিপূর্বে ইবনে আব্বাসের (রা.) বক্তব্যে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

---

[১৮৬] আহমদ। আরনাউতের মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

"আল্লাহর রাসূল মুসলিমদের স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, পুরুষ, নারী, ছোট, বড়দের ওপর এক সা খেজুর বা এক সা গম যাকাতুল ফিতর হিসেবে বাধ্যতামূলক করেছেন, এবং সালাতের দিকে লোকেদের বের হওয়ার আগেই যেন তা আদায় হয়, তার নির্দেশ দিয়েছেন।"[১৮৭]

তবে ঈদের এক অথবা দুইদিন আগে তা আদায় করা জায়েয:

عن نافع قال:وكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

নাফি' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "ইবনে উমার (রা.) যারা তা নিত তাদেরকে তা দিতেন এবং তাঁরা ফিতরের এক অথবা দুদিন আগে তা দান করতেন।"[১৮৮]

মাসআলা ৫.৫.৫: যাকাতুল ফিতর মিসকীনরা পাবে, তবে শরীয়তে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়নি। আর তাই একজনের ফিতরা একাধিক মিসকীনকে বণ্টন করে দেয়া যাবে আবার একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজনকে দেয়া যাবে।

[১৮৭] বুখারী(১৫০৩), মুসলিম(৯৮৪)।
[১৮৮] বুখারী(১৫১১)।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট - ১:
আত্মস্থকরণের জন্য নির্বাচিত কুরআনের আয়াত ও হাদীসের তালিকা

কুরআনের আয়াত

১.

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا۟

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।"

২.

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَـٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।"

৩.

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ

"আর আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়।"

www.bjilibrary.com

৪.

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজতা চান এবং কাঠিন্য চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর।"

৫.

وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ

"আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না।"

৬.

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ

"এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।"

www.bjilibrary.com

৭.

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ

"আল্লাহ কাউকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপান না।"

৮.

فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

"অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর..."

৯.

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

"আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই ; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)।"

১০.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

"হে আমাদের রব। আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"

১১.

وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ

"আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।"

www.bjilibrary.com

হাদীস

১.

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

"আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।"[১৮৯]

২.

فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ

"সাধারণ ইবাদতকারীর ওপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমার মর্যাদার অনুরূপ..."[১৯০]

৩.

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

"যে হেদায়েতের প্রতি আহবান জানালো, তার জন্য যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে, অথচ তা তাদের সওয়াব থেকে কোন কিছুই হ্রাস করবে না..."[১৯১]

৪.

« مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ »

"যে ভালকাজের পথ প্রদর্শন করল, তার জন্য রয়েছে এর সম্পাদনকারীর অনুরূপ সওয়াব"[১৯২]

---

[১৮৯] বুখারী, মুসলিম।

[১৯০] তিরমিযী। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৯১] মুসলিম(২৬৭৪)।

[১৯২] মুসলিম(১৮৯৩)।

www.bjilibrary.com

৫.

« إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

"যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তার আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কেবল তিনটি বিষয় থেকে ব্যতীত, অবিরত সাদাকা থেকে, উপকৃত হওয়া যায় এমন জ্ঞান থেকে অথবা সৎকর্মশীল সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[১৯৩]

৬.

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ

যে জ্ঞানের অন্বেষণে কোন পথ চলে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথগুলোর একটি পথে পরিচালিত করেন[১৯৪]

৭.

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ

নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর প্রতি সন্তুষ্টির কারণে তাঁদের ডানাগুলো অবনমিত করে দেন[১৯৫]

৮.

إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ

নিশ্চয়ই [সাধারণ] ইবাদতকারীর তুলনায় আলেমের মর্যাদা সকল তারার তুলনায় পূর্ণিমার রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্বের ন্যায়[১৯৬]

---

[১৯৩] মুসলিম(১৬৩১)।

[১৯৪] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৯৫] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৯৬] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

www.bjilibrary.com

৯.

« إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »

নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী, এবং নিশ্চয়ই নবীগণ দীনার কিংবা দিরহামের উত্তরাধিকার দিয়ে যাননি, বরং জ্ঞানের উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন, অতএব যে তা গ্রহণ করল, সে এক বিরাট সৌভাগ্যের অধিকারী হল"[১৯৭]

১০.

« إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِى جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ »

নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং পৃথিবী ও আকাশবাসী, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে এবং মাছ পর্যন্ত মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর ওপর সালাত পেশ করে।[১৯৮]

১১.

اغتنم خمسا قبل خمس : حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك

"পাঁচটির পূর্বে পাঁচটিকে কাজে লাগাও: তোমার মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, তোমার ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসরকে, তোমার বার্ধ্যক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকে, তোমার দারিদ্রের পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতাকে"[১৯৯]

[১৯৭] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৯৮] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[১৯৯] হাকিম।

www.bjilibrary.com

১২.

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزِي

আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার জন্য কেবল সিয়াম ছাড়া, নিশ্চয়ই তা আমারই জন্য আর আমিই তার প্রতিদান দেব।[২০০]

১৩.

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ, রোযাদারের মুখের পরিবর্তিত ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশকের সুঘ্রাণের চেয়েও উত্তম।[২০১]

১৪.

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ

রোযাদারের জন্য রয়েছে দুটি আনন্দ, একটি আনন্দ ইফতারের মুহূর্তে আর একটি আনন্দ তার রবের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।[২০২]

১৫.

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

"সিয়াম হচ্ছে ঢাল, অতএব [রোযাদার] যেন অশালীন বাক্যব্যয় ও মূর্খতাপূর্ণ আচরণ না করে, আর যদি কেউ তার সাথে লড়তে আসে কিংবা তাকে গালি দেয়, তবে যেন দুবার বলে: আমি রোযাদার।"[২০৩]

---

[২০০] বুখারী, মুসলিম।

[২০১] বুখারী, মুসলিম।

[২০২] বুখারী, মুসলিম।

[২০৩] বুখারী, মুসলিম।

www.bjilibrary.com

১৬.

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"যে বাতিল কথা ও কাজ এবং মূর্খতাপূর্ণ আচরণ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[২০৪]

১৭.

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ

"অনেক রোযাদারেরই সাওমের দ্বারা অর্জন কেবল ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আর বহু নামাযীরই কিয়ামের দ্বারা অর্জন কেবল রাত্রি জাগরণ।"[২০৫]

১৮.

« مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ »

"যে ফজরের পূর্বেই রাত্রিতে সিয়ামের সংকল্প করেনি তার সিয়াম নেই।"

১৯.

আসমা বিনতে আবু বকর(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ

"নবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুগে এক মেঘের দিনে আমরা ইফতার করলাম, এরপর সূর্য উদিত হল।"[২০৬]

---

[২০৪] বুখারী(৬০৫৭)।

[২০৫] আহমদ, আদ-দারিমী, ইবনু খুযায়মা। ইবনু হিব্বান ও আল-হাকিম একে সহীহ গণ্য করেছেন। আরনাউতের মতে এর সনদ "জায়্যিদ"। এর সমর্থনকারী অন্যান্য হাদীস রয়েছে।

[২০৬] বুখারী(১৯৫৯)।

www.bjilibrary.com

২০.

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"যখন এদিক থেকে রাত্রির আগমন হয় এবং এদিক থেকে দিবস প্রস্থান করে আর সূর্যাস্ত যায়, তখন সাওম পালনকারীর ইফতার [এর সময়] হয়।"[২০৭]

২১.

« لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ »

"মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা শীঘ্র ইফতার করবে।"[২০৮]

২২.

« لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ »

"দ্বীন বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ শীঘ্র ইফতার করবে, কেননা ইহুদী ও নাসারারা [ইফতারে] বিলম্ব করে।"[২০৯]

২৩.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

"আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) [মাগরিবের] সালাতের পূর্বে সতেজ খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, সতেজ খেজুর না থাকলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন, আর তা না থাকলে কয়েক ঢোক পানি পান করতেন।"[২১০]

[২০৭] বুখারী(১৯৫৪), মুসলিম(১১০০)।
[২০৮] বুখারী(১৯৫৭), মুসলিম(১০৯৮)।
[২০৯] আবু দাউদ। আলবানীর মতে হাসান।
[২১০] আবু দাউদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।

www.bjilibrary.com

২৪.

« ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ »

"তৃষ্ণা বিদূরিত হয়েছে, শিরা-উপশিরা আদ্র হয়েছে আর আল্লাহ চাইলে সওয়াব নির্ধারিত হয়েছে।"[২১১]

২৫.

« تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السُّحُورِ بَرَكَةً »

"তোমরা সেহরী কর, কেননা সেহরীতে বরকত রয়েছে।"[২১২]

২৬.

« فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ »

"আহলে কিতাব ও আমাদের সিয়ামের পার্থক্য হল সেহরী।"[২১৩]

২৭.

إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم

"বিলাল রাত্রিতেই আযান দেয় অতএব ইবনে উম্মে মাকতুম(রা.) আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার কর।"[২১৪]

২৮.

صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"তোমরা তা[চাঁদ] দেখে সাওম শুরু কর এবং তা[চাঁদ] দেখে সাওম শেষ কর, আর যদি তা তোমাদের নিকট অদৃশ্য হয় তবে শাবানের ৩০ দিন পূর্ণ কর।"[২১৫]

---

[২১১] আবু দাউদ, নাসাঈ ও অন্যান্য। আলবানীর মতে হাসান।
[২১২] বুখার(১৯২৩), মুসলিম(১০৯৫)।
[২১৩] মুসলিম(১০৯৬)।
[২১৪] বুখারী(৬২২) ও মুসলিম(১০৯২)।
[২১৫] বুখারী(১৯০৯), মুসলিম(১০৮১)।

www.bjilibrary.com

২৯.

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

"সাওম হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] সিয়াম পালন কর, আর ইফতার হল সেদিন যেদিন তোমরা [সকলে] ইফতার কর আর 'আদহা' হল সেদিন যেদিন তোমরা তোমাদের পশু যবেহ কর।"[২১৬]

৩০.

هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ

"এটা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ছাড়, যে তা গ্রহণ করল, তা উত্তম। আর যে সাওম পালন করতে চায় তার কোন গুনাহ নেই।"[২১৭]

৩১.

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

"সফরে সাওম পালন কোন উত্তম কাজ নয়।"[২১৮]

৩২.

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুসাফিরের জন্য সাওম এবং সালাতের অর্ধেক লাঘব করেছেন এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারিনীর জন্যও।"[২১৯]

৩৩.

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

---

[২১৬] তিরমিযী ও অন্যান্য। আলবানীর মতে সহীহ।

[২১৭] মুসলিম(১১২১)।

[২১৮] বুখারী(১৯৪৬), মুসলিম(১১১৫)।

[২১৯] আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ এবং অন্যান্য। আলবানী ও আরনাউত এর মতে হাসান।

www.bjilibrary.com

"স্বামী উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন নারীর জন্য সাওম পালন জায়েয নয়।"[২২০]

৩৪.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

"পালনীয় সিয়াম রেখে যে মারা গেল, তার ওলী তার পক্ষে সাওম পালন করবে।"[২২১]

৩৫.

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ

"যার বমি হয়ে যায় তারা কাযা করতে হবে না, আর যে বমির উদ্রেক করল, তার কাযা করতে হবে।"[২২২]

৩৬.

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মাতের লোকদের অন্তরসমূহের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করেছেন যতক্ষণ না তারা আমল করে কিংবা ব্যক্ত করে।"[২২৩]

৩৭.

إن الله تجوز عن أمتي الخطأ ولنسيان وما استكرهوا عليه

"নিশ্চয়ই আল্লাহর আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি, ভুল ও অনিচ্ছা সত্ত্বে তাদেরকে দিয়ে যা করানো হয়েছে - তা ক্ষমা করেছেন।"[২২৪]

---

[২২০] বুখারী(১৯৫০), মুসলিম(১১৪৬)।

[২২১] বুখারী(১৯৫২), মুসলিম(১১৪৭)।

[২২২] আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

[২২৩] বুখারী(৫২৬৯), মুসলিম(১২৭)।

[২২৪] ইবনে মাজাহ ও অন্যান্য। হাদীসটি দুর্বল, তবে আল-কুরআন ও সুন্নাতে এর বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

www.bjilibrary.com

৩৮.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

"নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোযাদার থাকা অবস্থায় চুম্বন ও স্পর্শ করতেন, আর তিনি তোমাদের মধ্যে নিজের কামনাকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণকারী।"[২২৫]

৩৯.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ

ইবনে আব্বাস(রা.) থেকে বর্ণিত যে "নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহরাম অবস্থায় রক্ত-নির্গমন করিয়েছেন এবং রোযাদার অবস্থায় রক্ত নির্গমন করিয়েছেন।"[২২৬]

৪০.

« أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ »

নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "'হাজিম' এবং 'মাহজুম' উভয়েরই ইফতার হয়েছে [হবে]"[২২৭]

৪১.

« مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ »

"রোযাদার অবস্থায় যে ভুলে গেল, ফলে পানাহার করল, সে যেন তার সাওম পূর্ণ করে, কেননা নিশ্চয়ই আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।"[২২৮]

---

[২২৫] বুখারী(১৯২৭), মুসলিম(১১০৬)।

[২২৬] বুখারী(১৯৩৮)।

[২২৭] আহমদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ। আলবানীর মতে সহীহ।

[২২৮] বুখারী(), মুসলিম(১১৫৫)।

www.bjilibrary.com

৪২.

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وكَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালাত হল দাউদের(আ.) সালাত এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় সিয়াম হল দাউদের(আ.) সিয়াম, তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদ আদায় করতেন আবার এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। এবং তিনি একদিন সিয়াম পালন করতেন আর একদিন ইফতার করতেন"[২২৯]

৪৩.

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ .

"যে আজীবন রোযা রাখল সে রোযা রাখে নি।"[২৩০]

৪৪.

« مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ »

"যে রামাদানের সাওম পালন করে শাওয়ালের ছয়টি দিয়ে তার অনুসরণ করল, তা সারা বছর সাওমের মত হল।"[২৩১]

৪৫.

« ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ »

"ওটা এমন দিন যেদিন আমার জন্ম হয়েছে, এবং যেদিন আমাকে পাঠানো বা আমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে।"[২৩২]

---

[২২৯] বুখারী(১১৩১), মুসলিম(১১৫৯)।
[২৩০] বুখারী(১৯৭৭), মুসলিম(১১৬২)।
[২৩১] মুসলিম(১১৬৪)।
[২৩২] মুসলিম(১১৬২)।

www.bjilibrary.com

৪৬.

يا أبا ذر ! إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

হে আবু যার! যদি তুমি মাসের তিনদিন সাওম পালন কর তবে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ সাওম পালন কর।[২৩৩]

৪৭.

لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

"তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই জুমুআর দিনের সাথে তার পূর্বের বা পরের দিন যুক্ত করা ছাড়া সাওম পালন না করে।"[২৩৪]

৪৮.

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে প্রতিদানের আশায় লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২৩৫]

৪৯.

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে কিয়াম করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২৩৬]

[২৩৩] আহমদ, তিরমিযী। আলবানীর মতে হাসান সহীহ।
[২৩৪] বুখারী(১৯৮৫), মুসলিম(১১৪৪)।
[৩৫] বুখারী(১৯০১), মুসলিম(৭৬০)।
[৩৬] বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

www.bjilibrary.com

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

"যে ইমামের সাথে দন্ডায়মান থাকল যতক্ষণ না তিনি চলে যান, তার জন্য গোটা রাত্রির কিয়াম লিখিত হবে।"[২৩৭]

৫১.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় রামাদানে সাওম পালন করল, তার অতীতের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[২৩৮]

৫২.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

"রাত্রির সালাত দুই দুই করে, আর যখন তোমাদের কেউ ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করে সে এক রাকাত পড়ে নেবে যা ইতিপূর্বে আদায়কৃত সালাতকে বিজোড় করে দেবে।"[২৩৯]

৫৩.

مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

"আল্লাহর রাসূল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রামাদানে কিংবা এছাড়া অন্য সময়ে ১১ রাকাতের অধিক করতেন না..."[২৪০]

---

[২৩৭] তিরমিযী(৮০৬)। আলবানীর মতে সহীহ।

[২৩৮] বুখারী(৩৭), মুসলিম(৭৬০)।

[২৩৯] বুখারী(৯৯০), মুসলিম(৭৪৯)।

[২৪০] বুখারী(১১৪৭), মুসলিম(৭৩৮)।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ পাক বলেন:

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।"

- সূরা আল মুজাদিলা

এবং নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেন:

"আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের 'ফিকহ' দান করেন।"

- বুখারী, মুসলিম

কুরআন ও সুন্নাহ থেকে দলীল-প্রমাণ জেনে বুঝে নিয়ে যে দ্বীন পালন করছে - আশা করা যায় যে এটি তার জন্য কল্যাণের লক্ষণ। দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন এবং রাব্বুল আলামীনের শরীয়তকে জানা আল্লাহ পাকের সর্বোচ্চ নিয়ামত যা তিনি পূর্ণমাত্রায় কেবল তাঁর বিশেষ মুত্তাকী আউলিয়াদেরকে দান করেন: আর তাঁরা হলেন ইলম অনুযায়ী আমলকারী উলামা, হেদায়েতপ্রাপ্তদের ইমামগণ।

প্রতি যুগে এই উম্মাত কতই না মুখাপেক্ষী সেই সমস্ত অগ্রপথিকদের, যারা দ্বীনকে শিখবেন, আমল করবেন, মানুষকে আহবান জানাবেন, পথ দেখাবেন, শেখাবেন। আর তাই অবশ্যই প্রতিযুগে মুসলিম উম্মাতের একদল লোককে নিযুক্ত হতে হবে দ্বীনের 'ফিকহ' অর্জনের কাজে, কুরআন ও সুন্নাতের দলীলের ভিত্তিতে হালাল এবং হারামকে নির্ণয় করার কাজে যেন তারা অন্যদেরকে সতর্ক করতে পারে, যেমনটি আল্লাহ পাক বলেন:

"আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।"

- সূরা আত তাওবা

দ্বীনের জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর অন্তঃদৃষ্টি অর্জনের এক প্রবল প্রেরণার সঞ্চার করে দিয়ে গেছেন উম্মাতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] নিজে। মালিক বিন আল-হুওয়াইরিস(রা.) যৌবনে তাঁর এলাকা থেকে নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] কাছে এলেন, বিশদিন থাকলেন এরপর বিদায়কালে নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] তাঁকে উপদেশ দিলেন: **তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাও, তাদের মাঝে অবস্থান কর, তাদেরকে শেখাও, তাদেরকে নির্দেশ দাও...আর আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখ সেভাবে সালাত আদায় কর।**

- বুখারী

বিদায় হজ্জে নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] সুন্নাতের জ্ঞান অর্জন ও প্রচারের অন্তিম আদেশ দিয়ে গেলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] এবং বললেন:

"আমার কাছ থেকে হজ্জ-উমরার নিয়মকানুন শিখে নাও, সম্ভবত আমার এই বছরটির পর তোমাদেরকে আর দেখব না" -

- মুসলিম

আর বললেন:

"উপস্থিত যেন অনুপস্থিতের নিকট পৌঁছে দেয়, হতে পারে সে তার চেয়ে অধিক উপলব্ধিকারীর নিকট পৌঁছাবে।"

- বুখারী, মুসলিম

প্রিয় নবীর ওয়াফাতের পর থেকে যুগে যুগে তাঁর সুযোগ্য অনুসারীদের একটি দল দ্বীনের জ্ঞানের এই চর্চা, প্রচার ও প্রসারের কাজকে অব্যাহত রেখেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত রাখবেন, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এই সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারব কি?

দ্বীনশিক্ষার্থীদের কাতারে শামিল হওয়ার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই আমাদের এই কোর্স।